২৭ পারা

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١)

(৩১) সে (ইব্রাহীম) বলল, 'হে প্রেরিত (ফিরিশ্তা)গণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কি?'[১]

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٣٢)

(৩২) তারা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।[২]

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣)

(৩৩) যাতে আমরা তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি।[৩]

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤)

(৩৪) যা সীমালংঘনকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত।'[৪]

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥)

(৩৫) সেখানে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম।[৫]

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦)

(৩৬) আর সেখানে একটি (লূতের) ঘর ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) আমি পাইনি।[৬]

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ (٣٧)

(৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি।[৭]

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ(٣٨)

(৩৮) আর নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে স্পষ্ট

---

(১) خَطْبٌ ব্যাপার, ঘটনা। অর্থাৎ, এই সুসংবাদ ছাড়া তোমাদের আর কি কাজ ও উদ্দেশ্য আছে, যার জন্য তোমরা প্রেরিত হয়েছ?

(২) এ থেকে লুত ﷺ-এর সেই সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল সমলিঙ্গী ব্যভিচার (পুরুষের পায়ুমৈথুন)।

(৩) নিক্ষেপ করার অর্থ সে কাঁকর দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা। এই কাঁকরগুলো না ছিল খাঁটি পাথরের, আর না ছিল শিলাবৃষ্টি। বরং এগুলি ছিল পোড়া মাটির তৈরী।

(৪) مُسَوَّمَةً (নামাঙ্কিত বা চিহ্নিত) এগুলোর বিশেষ চিহ্ন ছিল, যার দ্বারা সেগুলো চিনা যেত। অথবা সেগুলো আযাবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, যে কাঁকর দিয়ে যার মৃত্যু ঘটার ছিল, সেই কাঁকরের উপর তার নাম লেখা ছিল। مُسْرِفِيْنَ (সীমালংঘনকারী); যারা শির্ক ও ভ্রষ্টতায় বড়ই বেড়ে যায় এবং অবাধ্যতা ও পাপাচরণে সীমালঙ্ঘন করে।

(৫) অর্থাৎ, আযাব আসার পূর্বে আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে ছিলাম; যাতে তারা আযাব থেকে বেঁচে যায়।

(৬) আর এই ঘরটি ছিল আল্লাহর নবী লূত ﷺ-এর ঘর। যেখানে তাঁর দুই কন্যা এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী কিছু লোক ছিল। বলা হয় যে, এরা মোট তের জন ছিল। এদের মধ্যে লূত ﷺ-এর স্ত্রী শামিল ছিল না। বরং সে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। *(আয়সারুত তাফাসীর)* ইসলামের অর্থ, আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা ও মেনে নেওয়া। আল্লাহর নির্দেশাবলীর সামনে আনুগত্যের মাথা নতকারীকে মুসলিম বলা হয়। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক মু'মিনই মুসলিম। তাই প্রথমে তাদের জন্যে মু'মিন শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং পরে আবার তাদেরই জন্য মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ থেকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, লক্ষ্যার্থে উভয় শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; যেমন অনেকে পার্থক্য ক'রে থাকেন। কুরআনে যে কোথাও মু'মিন ও কোথাও মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তো সেটা আরবী অভিধানে যে অর্থগুলো বলা হয়েছে সেই দিক দিয়ে। কাজেই আভিধানিক প্রয়োগের তুলনায় শরীয়তের পরিভাষার গণ্যতা বেশী। আর শরয়ী পরিভাষার দিক দিয়ে এই উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য কেবল ততটুকুই, যতটুক হাদীসে জিবরীল দ্বারা প্রমাণিত। যখন নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইসলাম কি? তখন তিনি ﷺ বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ---'র সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং হজ্জ করা ও রোযা রাখা।" আর যখন ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন বললেন, "আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশ্তাদের উপর, তাঁর অবতীর্ণ করা কিতাবগুলোর উপর, তাঁর রসূলদের উপর, আখেরাতের উপর এবং ভাগ্যের (ভাল-মন্দের) উপর ঈমান আনা।" অর্থাৎ, অন্তর থেকে এই জিনিসগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখার নাম হল ঈমান এবং বিধি-বিধান ও ফরয কার্যাদি পালন করার নাম হল ইসলাম। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক মু'মিনই হল মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই হল মু'মিন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* আর যাঁরা মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করেন, তাঁরা বলেন যে, এ কথা ঠিকই যে, এখানে কুরআন একই দলের জন্য মু'মিন ও মুসলিম শব্দ ব্যবহার করেছে, তবে এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই দিক দিয়ে প্রত্যেক মু'মিন হল মুসলিম কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের মু'মিন হওয়া জরুরী নয়। *(ইবনে কাসীর)* যাই হোক এটা একটি ইল্‌মী মতভেদ। আর প্রত্যেক দলের কাছে স্ব স্ব মতের পক্ষে দলীলও আছে।

(৭) এ নিদর্শন হল আযাবের সেই চিহ্ন, যা বিধ্বস্ত ঐ জনপদে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। আর এ নিদর্শনগুলোও তাদের জন্য, যারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। কেননা, ওয়ায ও নসীহতের প্রভাবও তাদের উপরে পড়ে এবং নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও তারাই করে।

প্রমাণসহ ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩)

(৩৯) তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল[৮] এবং বলল, 'এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক পাগল।'

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٤٠)

(৪০) সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য।[৯]

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١)

(৪১) আর আ'দের ঘটনায় (নিদর্শন রেখেছি),[১০] যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম কল্যাণশূন্য বায়ু।[১১]

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (٤٢)

(৪২) তা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ছেড়েছিল।[১২]

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (٤٣)

(৪৩) আরো (নিদর্শন রয়েছে) সামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হল, তোমরা ভোগ ক'রে নাও স্বল্পকাল।[১৩]

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ(٤٤)

(৪৪) কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল[১৪] এবং তারা দেখছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ (٤٥)

(৪৫) তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না[১৫] এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারল না।[১৬]

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (٤٦)

(৪৬) (আমি ধ্বংস করেছিলাম) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, নিশ্চয় তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।[১৭]

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧)

(৪৭) আমি আকাশ[১৮] নির্মাণ করেছি আমার (নিজ) ক্ষমতাবলে[১৯] এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।[২০]

وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (٤٨)

(৪৮) এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি,[২১] আমি কত সুন্দর

---

(৮) শক্তিশালী দিককে 'রুকন' বলে। এখানে তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং সৈন্যকে বুঝানো হয়েছে।

(৯) অর্থাৎ, তার কর্মই ছিল এমন, যার উপর সে তিরস্কারেরই যোগ্য ছিল।

(১০) أَيْ: تَرَكْنَا فِي قِصَّةِ عَادٍ آيَةً আ'দের ঘটনাতেও আমি নিদর্শন রেখেছি।

(১১) الرِّيحَ الْعَقِيمَ (বন্ধ্যা বায়ু) যাতে কোন কল্যাণ ও বর্কত ছিল না। সে হাওয়াতে না গাছে ফল আসত, আর না বৃষ্টির সুখবর। বরং তা ছিল কেবল ধ্বংস ও আযাবের ঝড়।

(১২) এ ছিল সেই বাতাসের প্রতিক্রিয়া, যা আ'দ জাতির উপর শাস্তি স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। এই প্রবল বাতাস সাত রাত এবং আটদিন ধরে লাগাতার চলেছিল। *(সূরা হা-ক্কাহঃ ৭)*

(১৩) অর্থাৎ, যখন তারা তাদের দাবী করা অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করে দিল, তখন তাদেরকে বলা হল যে, 'আরো তিন দিন তোমরা পৃথিবীর সুখ ভোগ ক'রে নাও। তিন দিন পর তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হবে।' এই ঘটনার প্রতিই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে সালেহ ﷺ-এর নবী হওয়ার প্রথম দিকের কথা গণ্য করেছেন। শব্দগুলো এই অর্থও বহন করে। বরং আলোচনার প্রসঙ্গ থেকে এই অর্থই বেশী নিকটতর।

(১৪) এই صَاعِقَةٌ (বজ্রাঘাত)টি ছিল আসমানী বিকট এক প্রকার শব্দ এবং তার সাথে নিম্নদেশ থেকে ছিল رَجْفَةٌ (ভূমিকম্পন)। যেমন, সূরা আ'রাফের ৭৮নং আয়াতে আছে।

(১৫) পালানো তো দূরের কথা।

(১৬) অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারল না।

(১৭) নূহ ﷺ-এর সম্প্রদায় আ'দ, ফিরাউন এবং সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বহু পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তারাও আল্লাহর আনুগত্য করার পরিবর্তে তাঁর অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছিল। পরিশেষে তাদেরকে প্লাবনে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

(১৮) السَّمَاءَ এর শেষের বর্ণটির উপর নসব (যবর) এসেছে। কারণ তার بَنَيْنَا (ক্রিয়াপদ) উহ্য আছে। অর্থাৎ, بَنَيْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا

(১৯) এখানে أَيْدٍ শব্দটি يَدٌ এর জমা নয়। বরং এর অর্থ ক্ষমতা ও শক্তি। যেমন দাউদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (١٧) سورة ص

(২০) অর্থাৎ, আকাশ প্রথম থেকেই বিশাল ও প্রশস্ত, কিন্তু আমি এর থেকেও আরো বিশাল, সম্প্রসারিত ও প্রশস্ত করার ক্ষমতা রাখি। অথবা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে জীবিকা প্রশস্ত করার শক্তি রাখি। কিংবা مُوْسِعٌ শব্দটিকে وُسْعٌ (শক্তি) ধাতু থেকে গঠিত মনে করলে অর্থ হবে, আমার মধ্যে এই ধরনের আরো আকাশ তৈরী করার শক্তি-সামর্থ্য আছে। আমি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে ক্লান্ত হয়ে যাইনি; বরং আমার শক্তি ও ক্ষমতা অসীম।

(২১) অর্থাৎ, বিছানার ন্যায় তা আমি বিছিয়ে দিয়েছি।

বিস্তারকারী!

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

(৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়,[২২] যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[২৩]

فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠)

(৫০) সুতরাং আল্লাহর দিকে ধাবিত হও;[২৪] নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ(٥١)

(৫১) তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না; নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।[২৫]

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢)

(৫২) এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে, '(তুমি তো এক) যাদুকর, না হয় পাগল!'

أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣)

(৫৩) তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে?[২৬] বস্তুতঃ তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।[২৭]

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (٥٤)

(৫৪) অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এতে তুমি তিরস্কৃত হবে না।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥)

(৫৫) তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে।[২৮]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

(৫৬) আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।[২৯]

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧)

(৫৭) আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে।[৩০]

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨)

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযীদাতা, প্রবল পরাক্রান্ত।

---

(২২) অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিস জোড়া জোড়া, নর ও নারী করেছি। অথবা ঐ জিনিসের বিপরীত জিনিসও সৃষ্টি করেছি। যেমন, আলো ও আঁধার, জল ও স্থল, চন্দ্র ও সূর্য, মিষ্ট ও তিক্ত, দিন ও রাত, ভালো ও মন্দ, জীবন ও মৃত্যু, ঈমান ও কুফ্‌রী, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, জান্নাত ও জাহান্নাম, মানব ও দানব ইত্যাদি। এমন কি জীবের বিপরীত জড়পদার্থও এই জন্য জরুরী যে, যাতে দুনিয়ারও জোড়া হয়। অর্থাৎ, দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বিতীয় জীবন আখেরাত।

(২৩) অর্থাৎ, এটা জেনে নাও যে, এ সবের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার নেই।

(২৪) অর্থাৎ, কুফ্‌রী ও পাপাচার থেকে তওবা ক'রে সত্বর আল্লাহর দরবারে নত হয়ে যাও এবং তাতে বিলম্ব করো না।

(২৫) অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক ও ভীতি-প্রদর্শন করছি এবং তোমাদের শুভ কামনা করছি। তোমরা কেবল এক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তাঁরই উপর আস্থা ও ভরসা রাখ এবং কেবল তাঁরই ইবাদত কর। তাঁর সাথে অন্য মনগড়া উপাস্যদেরকে শরীক করো না। এ রকম করলে মনে রেখো, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত থেকে যাবে।

(২৬) অর্থাৎ, পরবর্তী প্রত্যেক সম্প্রদায় এইভাবে রসূলদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁদেরকে যাদুকর ও পাগল গণ্য করে। যেন পূর্ববর্তী জাতিরা পরবর্তী প্রত্যেক জাতিকে এই অসিয়ত ক'রে গেছে। পরস্পর প্রত্যেক সম্প্রদায় এই মিথ্যাজ্ঞান করার পথই অবলম্বন করেছে।

(২৭) অর্থাৎ, একে অপরকে অসিয়ত ক'রে যায়নি, বরং প্রত্যেক জাতিই স্ব-স্ব স্থানে সীমালংঘনকারী। এই জন্য তাদের অন্তরও একে অপরের মতনই এবং তাদের চাল-চলনও একই ধরনের। এই কারণে পরবর্তীরাও তাই করেছে এবং বলেছে, যা পূর্ববর্তীরা করেছে ও বলেছে।

(২৮) কেননা, নসীহত থেকে তারাই উপকৃত হয়। অথবা অর্থ হল, তুমি নসীহত করতে থাক; এই নসীহত থেকে তারা লাভবান হবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইলমে আছে যে, তারা ঈমান আনবে।

(২৯) এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর বিধিগত (শরয়ী) ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন, যা তিনি ভালবাসেন ও চান। আর তা হল, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আনুগত্যও শুধু তাঁরই করবে। এর সম্পর্ক যদি তাঁর সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে হত, তবে কোন মানুষ ও জ্বিন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কোন ক্ষমতাই রাখত না। অর্থাৎ, এই আয়াতে সকল মানুষ ও জ্বিনকে জীবনের সেই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, যেটাকে তারা ভুলে গেলে পরকালে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এই পরীক্ষায় তারা অসফল গণ্য হবে, যাতে মহান আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন।

(৩০) অর্থাৎ, আমার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তারা আমাকে উপার্জন ক'রে খাওয়াক; যেমন, অন্যান্য প্রভুদের উদ্দেশ্য হয়। বরং রুযীর সমস্ত ভান্ডার তো আমার কাছেই রয়েছে। আমার ইবাদত ও আনুগত্য করলে লাভ তাদেরই। এতে তাদের আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে। আমার কোন লাভ এতে নেই।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (٥٩)

(৫৯) সীমালংঘনকারীদের (প্রাপ্য) অংশ[৩১] ওটাই যা অতীতে তাদের সমমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা যেন আমার নিকট তাড়াতাড়ি না করে।[৩২]

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٦٠)

(৬০) অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

সূরা তূর
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৫২, আয়াত সংখ্যা ঃ ৪৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالطُّورِ (١)

(১) শপথ তূর (পর্বতে)র,[৩৩]

وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢)

(২) শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে,[৩৪]

فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (٣)

(৩) উন্মুক্ত পত্রে,[৩৫]

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤)

(৪) শপথ বায়তুল মা'মূরের,[৩৬]

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥)

(৫) শপথ সমুন্নত ছাদের,[৩৭]

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦)

(৬) শপথ উদ্বেলিত (প্রজ্বালিত) সমুদ্রের,[৩৮]

---

(৩১) ذَنُوْبٌ এর অর্থ, ভরা বালতি। কুঁয়া থেকে পানি তুলে বন্টন করা হয় এই দিক দিয়ে এখানে বালতিকে অংশের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ হল, অত্যাচারীদের প্রাপ্য শাস্তির অংশ আছে। যেমন, ইতিপূর্বে কুফ্‌রী ও শির্ককারীদেরকে তাদের শাস্তির অংশ পেতে হয়েছে।

(৩২) তবে শাস্তির এই অংশ তারা কখন পাবে, তা নির্ভর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর। সুতরাং শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তারা যেন তাড়াহুড়ো না করে।

(৩৩) طُوْرٌ সেই পাহাড়, যেখানে মূসা ﷺ মহান আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এই পাহাড়টিকে 'তূরে সাইনা' ও বলা হয়। তার এই বিশেষ মর্যাদার কারণে মহান আল্লাহ তার কসম খেয়েছেন।

(৩৪) مَسْطُوْرٍ এর অর্থ হল লিপিবদ্ধ। লিখিত বস্তু। কিন্তু এখানে তা থেকে বিভিন্ন জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদ, লাওহে মাহফূয, সমস্ত অবতীর্ণ কিতাব অথবা মানুষের সেই আমলনামা, যা ফিরিশ্তাগণ লিখে থাকেন।

(৩৫) এটির সম্পর্ক হল مَسْطُوْرٍ এর সাথে। رَقٌّ সেই পাতলা চামড়া, যার উপর লেখা হত। আর مَنْشُوْرٍ অর্থ হল مَبْسُوْطٍ তথা উন্মুক্ত বা বিস্তৃত।

(৩৬) 'বায়তে মা'মূর' হল সপ্তম আকাশে অবস্থিত সেই ইবাদতখানা, যেখানে ফিরিশ্তাগণ ইবাদত করেন। এই ইবাদতখানা ফিরিশ্তাবর্গ দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যে, প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ক'রে ফিরিশ্তা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করেন। যাঁদের কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় প্রবেশের পালা আসবে না। আর এ কথা মি'রাজের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে। কেউ কেউ 'বায়তে মা'মূর' বলতে 'কা'বা-ঘর' বুঝিয়েছেন। যে ঘর ইবাদতের জন্য আগমনকারী মানুষ দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে। 'মা'মূর' শব্দটির অর্থই হচ্ছে আবাদ ও পরিপূর্ণ।

(৩৭) এ থেকে আকাশ বুঝানো হয়েছে যা পৃথিবীর জন্য ছাদস্বরূপ। কুরআনের অন্যত্র এটাকে 'সুরক্ষিত ছাদ' বলা হয়েছে। {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَّحْفُوْظاً وَهُمْ عَنْ آيَتِهَا مُعْرِضُوْنَ} سورة الأنبياء ٣٢ কেউ কেউ এ থেকে আরশ বুঝিয়েছেন। যা সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য ছাদ।

(৩৮) مسجور এর অর্থ হল প্রজ্বালিত। কেউ কেউ বলেছেন, এ থেকে সেই পানি বুঝানো হয়েছে, যা আরশের নীচে অবস্থিত এবং যেখান থেকে কিয়ামতের দিন বৃষ্টিপাত হবে। আর এর দ্বারা মৃতদেহ সজীব হয়ে উঠবে। কেউ বলেছেন, এ থেকে সমুদ্র বুঝানো হয়েছে। এগুলোতে কিয়ামতের দিন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) যখন সমুদ্রসমূহ প্রজ্বালিত হবে। ইমাম শাওকানী (রঃ) শেষোক্ত এই অর্থটিকেই সর্বাধিক সঠিক বলে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ مَسْجُوْرٌ এর অর্থ করেছেন, مَمْلُوْءٌ (পরিপূর্ণ)। অর্থাৎ, বর্তমানে সমুদ্রে আগুন নেই বটে, তবে তা পানিতে ভরে আছে। ইমাম ত্বাবারী (রঃ) এই অর্থকেই পছন্দ করেছেন। এর আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। *(দেখুন তাফসীর ইবনে কাসীর)* (এ ছাড়া সমুদ্রের নিচে লাভা প্রজ্বালিত হয়ে থাকে। এই হিসাবেও সমুদ্র প্রজ্বালিত। -*সম্পাদক*)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧)

(৭) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨)

(৮) এর নিবারণকারী কেউ নেই,[৩৯]

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً (٩)

(৯) যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে।[৪০]

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً (١٠)

(১০) এবং পর্বতসমূহ দ্রুত চলতে থাকবে।

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)

(১১) দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের।

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢)

(১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।[৪১]

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً (١٣)

(১৩) সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে[৪২] নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে।

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤)

(১৪) এটাই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।[৪৩]

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (١٥)

(১৫) এটা কি যাদু?[৪৪] নাকি তোমরা চোখে দেখছ না?[৪৫]

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦)

(১৬) তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧)

(১৭) আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে।[৪৬]

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨)

(১৮) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন, তারা তা সানন্দে উপভোগ করবে[৪৭] এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩)

(১৯) তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।[৪৮]

---

(৩৯) এটা হল উল্লিখিত শপথসমূহের জওয়াব। অর্থাৎ, এই সমস্ত জিনিস যা মহান আল্লাহর বিশাল ক্ষমতার নিদর্শন, এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সেই আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে, যার তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা কেউ রোধ করার কোন ক্ষমতা রাখে না।

(৪০) مور এর অর্থ হল আন্দোলন ও অস্থিরতা। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আকাশের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা এবং মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান তারকারাজির ঝরে ও খসে পড়ার কারণে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে, সেটাকেই বুঝানো হয়েছে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। আর (যেদিন) হল উল্লিখিত আযাবের 'যারফ' বা ঘটনকাল (ক্রিয়াবিশেষণ)। অর্থাৎ, এই শাস্তি সংঘটিত হবে সেই দিন, যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে এবং পর্বতমালা স্বীয় স্থান ছেড়ে ধূনিত তুলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ন্যায় এবং ধূলিকণার ন্যায় উড়তে থাকবে।

(৪১) অর্থাৎ, যারা নিজেদের কুফরী ও বাতিল কর্মকান্ডেই মগ্ন এবং সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার কাজে ব্যস্ত।

(৪২) الدَّعُّ এর অর্থ হল অত্যন্ত জোরে ধাক্কা দেওয়া।

(৪৩) এ কথা জাহান্নামে নিযুক্ত (যাবানিয়া) ফিরিশ্তা তাদেরকে বলবে।

(৪৪) যেভাবে, তোমরা দুনিয়াতে নবী ও রসূলদেরকে যাদুকর বলতে। এখন বল, এটাও কি কোন যাদুর কারসাজি?

(৪৫) নাকি পৃথিবীতে যেমন তোমরা সত্যদর্শনে অন্ধ ছিলে, তেমনি এই শাস্তিও তোমরা দেখতে পাও না? এটা কেবল তাদেরকে ভর্ৎসনা ও ধমক স্বরূপ বলা হবে। অন্যথা প্রতিটি জিনিস তাদের চোখের সামনে এসে যাবে।

(৪৬) এখানে কাফের ও দুর্ভাগ্যবান লোকদের কথা আলোচনার পর ঈমানদার ও সৌভাগ্যবানদের আলোচনা করা হচ্ছে।

(৪৭) অর্থাৎ, জান্নাতের প্রাসাদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, বাহন, সুন্দরী রূপসী স্ত্রীগণ (হুরে ঈন) এবং অন্যান্য আরো অনেক নিয়ামত লাভ ক'রে তারা বড়ই আনন্দিত হবে। কারণ, এ নিয়ামতগুলো দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় বহুগুণ শ্রেয় হবে এবং তা হবে, (مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) এর বাস্তব প্রমাণ। অর্থাৎ, তা হবে অতুলনীয়, বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত।

(৪৮) অন্যত্র বলেছেন, (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) অর্থাৎ, পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা (সৎকর্ম) করেছিলে তার বিনিময়ে। *(সূরা হা-ক্কাহ ২৪ আয়াত)* এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর অনুকম্পা লাভের জন্য ঈমানের সাথে সৎকর্মও অত্যাবশ্যক।

مُتَّكِـِٔيْنَ عَـلٰى سُرُرٍ مَصْـفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنَـاهُمْ بِحُـوْرٍ عِيْنٍ (٢٠)

(২০) তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে;[৪৯] আমি তাদের বিবাহ দেব আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গে।

وَالَّـذِيْنَ اٰمَنُـوْا وَاتَّبَعَـتْهُمْ ذُرِّيَّـتُهُمْ بِـاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَـا بِهِـمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِـمْ مِـنْ شَيْءٍ كُـلُّ امْـرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ (٢١)

(২১) যারা বিশ্বাস করে আর তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না।[৫০] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।[৫১]

وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ (٢٢)

(২২) আমি তাদেরকে ঢের দেব ফল-মূল এবং গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করে।[৫২]

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ (٢٣)

(২৩) সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) পান-পাত্র,[৫৩] যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না।[৫৪]

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤)

(২৪) তাদের (সেবায়) তাদের কিশোরেরা তাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে; যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।[৫৫]

([৪৯]) مَصْفُوْفَةٍ একে অপরের সাথে মিলিত; যেন তা একটিই সারি। আবার কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মুখমন্ডল একে অপরের সম্মুখে হবে। যেমন, যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই অর্থকেই কুরআনের অন্যত্র এই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। (عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ) অর্থাৎ, মুখোমুখি হয়ে তারা আসনে আসীন থাকবে। *(সূরা সা-ফফাত ৪৪ আয়াত)*

([৫০]) অর্থাৎ, যাদের পিতারা নিজেদের আন্তরিকতা, আল্লাহভীরুতা, সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের ভিত্তিতে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হবে, মহান আল্লাহ তাদের ঈমানদার সন্তান-সন্ততিদের মর্যাদাও বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিত করবেন। এ রকম করবেন না যে, তাদের পিতাদের মর্যাদা কম করে তাদেরকে তাদের সন্তানদের নিম্নমানের মর্যাদায় তাদেরকে নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ, মু'মিনদের প্রতি তিনি দ্বিগুণ অনুগ্রহ করবেন। প্রথমতঃ বাপ ও বেটাদেরকে পরস্পর মিলিত করবেন। যাতে তাদের চক্ষু শীতল হয়। তবে শর্ত হল যে, উভয়েই যেন ঈমানদার হয়। দ্বিতীয়তঃ এই যে, নিম্ন মর্যাদার অধিকারীদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তাছাড়া উভয়কে মিলিত করার পদ্ধতি এটাও হতে পারত যে, প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণী দেবেন। কিন্তু যেহেতু এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে অনেক হীন ও নীচ ব্যাপার তাই তিনি এ রকম করবেন না। বরং তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারীদেরকে প্রথম শ্রেণী দান করবেন। এটা হল আল্লাহর সেই অনুগ্রহ, যা তিনি পিতাদের নেক আমলের বর্কতে সন্তানদের প্রতি করবেন। আর হাদীসে এসেছে যে, সন্তানদের দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে পিতাদের মর্যাদা বর্ধিত হয়। জান্নাতে এক ব্যক্তির মর্যাদা উচ্চ করা হলে, সে আল্লাহকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, মহান আল্লাহ বলবেন যে, তোমার সন্তানের তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। *(মুসনাদে আহমাদ ২/৫০৯)* এর সমর্থন ঐ হাদীস দ্বারাও হয়, যাতে এসেছে যে, "মানুষ মারা গেলে তার আমলের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি জিনিসের সওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে, আর এমন সুসন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম অসিয়ত অধ্যায়)*

([৫১]) رَهِيْنٌ এর অর্থ, مَرْهُوْنٌ (বন্ধক রাখা বস্তু)। প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের দায়ে দায়বদ্ধ। আর এ কথাটি ব্যাপক; যাতে মু'মিন ও কাফের উভয়ই শামিল। অর্থ হল, যে ব্যক্তিই (ভাল-মন্দ) যেমন আমল করবে, সেই অনুযায়ী সে (ভাল-অথবা মন্দ) ফল পাবে। অথবা এ থেকে কাফেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের কর্মের জন্য বন্দী থাকবে। যেমন অন্যত্র বলেন, (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ) অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী। তবে ডানহাত-ওয়ালারা নয়। *(সূরা মুদ্দাস্সির ৩৮-৩৯ আয়াত)*

([৫২]) أَمْدَدْنَاهُمْ এর অর্থ زِدْنَاهُمْ অর্থাৎ, আমি তাদেরকে প্রচুর দেব।

([৫৩]) يَتَنَازَعُوْنَ، يَتَعَاطَوْنَ وَيَتَنَاوَلُوْنَ একে অপর থেকে নিবে। كَأس মদ অথবা পানীয় বস্তুতে ভর্তি পান-পাত্রকে বলে। খালি পাত্রকে كَأس বলা হয় না। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([৫৪]) সেই মদে দুনিয়ার মদের কোন ক্রিয়া থাকবে না। এ মদ পান করে (নেশাগ্রস্ত হয়ে) না আবোল-তাবোল বকবে, না অশ্লীল কথা বলবে, আর না এমন মাতাল হবে যে, তার ফলে কোন পাপ-কাজ ক'রে বসবে।

([৫৫]) অর্থাৎ, জান্নাতীদের সেবার জন্যে তাদেরকে চিরকিশোর সেবকও দেওয়া হবে। যারা তাদের সেবা-শুশ্রূষার কাজে ঘুরে বেড়াবে। আর সৌন্দর্যে ও চমৎকারিত্বে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তারা হবে সেই মুক্তাসদৃশ, যাকে সুরক্ষিত রাখা হয় এই আশঙ্কায় যে, যাতে হাত লেগে তার চমক ও ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে না যায়।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥)

(২৫) তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,[৫৬]

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦)

(২৬) এবং বলবে, 'নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।[৫৭]

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧)

(২৭) অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।[৫৮]

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨)

(২৮) নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম।[৫৯] নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।'

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (٢٩)

(২৯) অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক নও, পাগলও নও।[৬০]

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (٣٠)

(৩০) তারা কি বলতে চায় যে, 'সে একজন কবি? আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করছি।'[৬১]

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (٣١)

(৩১) বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।'[৬২]

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣٢)

(৩২) তবে কি তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে এ বিষয়ে আদেশ করে,[৬৩] না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?[৬৪]

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لا يُؤْمِنُونَ (٣٣)

(৩৩) তারা কি বলে, 'এ কুরআন নিজে রচনা করেছে?' বরং তারা অবিশ্বাসী।[৬৫]

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤)

(৩৪) তারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না।[৬৬]

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥)

(৩৫) তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে,[৬৭] না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?[৬৮]

---

(৫৬) আপোসে তারা একে অপরকে দুনিয়ার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোন্ অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করত এবং ঈমান ও আমলের দাবীসমূহ কিভাবে পূরণ করত?

(৫৭) অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তি থেকে। এই জন্য আমরা সেই শাস্তি থেকে বাঁচার প্রতি যত্ন নিতাম। কারণ, যে যে জিনিসকে ভয় করে, সে তা থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা চালায়।

(৫৮) سَمُوْمٌ লু-হাওয়া। ঝলসে দেয় এমন গরম হাওয়াকে বলে। আর এটা জাহান্নামের নামসমূহের একটি নামও বটে।

(৫৯) অর্থাৎ, আমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করতাম। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করতাম না। কিংবা এর অর্থ এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমরা কেবল তাঁরই নিকট প্রার্থনা করতাম।

(৬০) এতে নবী কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি ওয়ায-নসীহত এবং দ্বীন প্রচারের কাজ ক'রে যাও। এরা তোমার সম্পর্কে যা কিছু বলে, তার প্রতি কান দেবে না। কারণ, আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি কোন গণক নও, আর কোন পাগলও নও (যেমন এরা বলে)। বরং রীতিমত তোমার প্রতি আমার পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ করা হয়, যা গণকের প্রতি করা হয় না। আর তুমি যে বাণী লোকদেরকে শোনাও, তা থেকে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিচ্ছুরিত হয় যে, কোন পাগলের দ্বারা এ ধরনের কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়।

(৬১) رَيْبٌ এর অর্থ, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা। مَنُوْنٌ মৃত্যুর নামসমূহের একটি নাম। আয়াতের তাৎপর্য হল, মক্কার কুরাইশগণ এই অপেক্ষায় ছিল যে, হয়তো মুহাম্মাদ কালের কোন দুর্ঘটনায় মারা যাবে, আর আমরা স্বস্তি লাভ করব; যে স্বস্তি তার তাওহীদের দাওয়াত আমাদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

(৬২) অর্থাৎ, দেখ! মৃত্যু কার আগে আসে? এবং ধ্বংস কার ভাগ্যে এসে জুটে?

(৬৩) অর্থাৎ, এরা যে তোমার সম্পর্কে আবোল-তাবোল এবং মিথ্যা ও অবাস্তব কথাবার্তা বলে বেড়ায়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এরই উপর অনুপ্রাণিত করে?

(৬৪) না, বরং এরা হল অবাধ্য ও ভ্রষ্ট লোক। আর এই অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতাই তাদেরকে এ ধরনের কথাবার্তার উপর উস্কানি দেয়।

(৬৫) অর্থাৎ, কুরআন রচনার অপবাদ আরোপের উপর তাদেরকে উদ্বুদ্ধকারী জিনিসও হল তাদের কুফরী।

(৬৬) অর্থাৎ, কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্বরচিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের যে দাবী, তাতে যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে তারাও এই ধরনেরই একটি গ্রন্থ রচনা ক'রে পেশ করুক, যা শব্দ-ছন্দে, অলৌকিকতা, ভাষালঙ্কার, সুন্দর উপস্থাপনা, বিরল বাকপদ্ধতি, তথ্য পরিবেশন ও সমস্যা সমাধানের দিক দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

(৬৭) অর্থাৎ, প্রকৃতপ্রস্তাবে যদি এ রকমই হয়, তাহলে তাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করার অথবা কোন কিছু থেকে নিষেধ করার অধিকার কারো থাকে না। কিন্তু বাস্তবে যখন ব্যাপার এ রকম নয়, বরং তাদেরকে কোন এক স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, তখন এটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, তাদেরকে তাঁর সৃষ্টি করার পিছনে কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি ক'রে এমনিই (কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই) কেমন ক'রে ছাড়তে পারেন?

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ (٣٦)

(৩৬) নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না।[৬৯]

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (٣٧)

(৩৭) নাকি তোমার প্রতিপালকের ভান্ডারসমূহ তাদের নিকট রয়েছে,[৭০] না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক?[৭১]

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨)

(৩৮) নাকি তাদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহণ ক'রে তারা শ্রবণ করে?[৭২] থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (٣٩)

(৩৯) নাকি কন্যা-সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٠)

(৪০) নাকি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দন্ড মনে করবে?[৭৩]

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤١)

(৪১) নাকি তাদের অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে?[৭৪]

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢)

(৪২) অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়?[৭৫] পরিণামে অবিশ্বাসীরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।[৭৬]

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٣)

(৪৩) নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র।

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (٤٤)

(৪৪) তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে, এটা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।[৭৭]

فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٥)

(৪৫) সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা ক'রে চল সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদেরকে অজ্ঞান ক'রে দেওয়া হবে।

يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُنصَرُونَ(٤٦)

(৪৬) সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا

(৪৭) অবশ্যই এ ছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে সীমালংঘনকারীদের জন্য।[৭৮] কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[৭৯]

---

(৬৯) অর্থাৎ, তারা নিজেরা নিজেদের স্রষ্টা নয়, বরং তারা আল্লাহর স্রষ্টা হওয়ার কথা স্বীকার করে।

(৬৯) বরং তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে আছে।

(৭০) যে, তারা যাকে ইচ্ছা রুযী দেবে এবং যাকে ইচ্ছা দেবে না অথবা যাকে ইচ্ছা নবুঅত দানে ধন্য করবে।

(৭১) مُصَيْطِرٌ বা مُسَيْطِر হল سَطْرٌ ধাতু থেকে গঠিত। অর্থ লেখক। যে ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হয়, সে যেহেতু সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে, তাই এটা তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রকের অর্থেও ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর ধন-ভান্ডারসমূহ ও তাঁর রহমতের উপর তাদের কি কর্তৃত্ব আছে যে, যাকে ইচ্ছা দেবে, আর যাকে ইচ্ছা দেবে না?

(৭২) অর্থাৎ, তারা কি এই দাবী করে যে, সিড়ির মাধ্যমে আকাশে গিয়ে তারাও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মত ফিরিশ্তাদের কথা বা তাদের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট বাণী শুনে আসে?

(৭৩) অর্থাৎ, যা আদায় করা তাদের জন্য ভারী হয়ে যায়।

(৭৪) যে, তাদের পূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই মারা যাবেন এবং তাদের মৃত্যু পরে আসবে।

(৭৫) অর্থাৎ, আমার নবীর সাথে, যাতে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়ে পড়বে।

(৭৬) অর্থাৎ, চক্রান্ত তাদেরই উপর ফিরে আসবে এবং যাবতীয় ক্ষতির স্বীকার তারাই হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) *(সূরা ফাত্বির ৪৩)* তাই তো বদরযুদ্ধে এই কাফেররাই নিহত হয় এবং আরো বহু স্থানে তারা অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়।

(৭৭) অর্থাৎ, তবুও তারা নিজেদের কুফরী ও শত্রুতা থেকে ফিরে আসবে না। বরং আরো ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে বলবে যে, এটা আযাব নয়, বরং পুঞ্জীভূত মেঘ উড়ে আসছে। যেমন কোন কোন সময় এ রকম হয়ে থাকে।

(৭৮) অর্থাৎ, পৃথিবীতে। যেমন অন্যত্র বলেছেন, (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) *(সূরা সাজদাহ ২১নং আয়াত)*

(৭৯) এ কথা জানে না যে, পৃথিবীর এই শাস্তি ও বিপদাপদ কেবল এই জন্য যে, যাতে ক'রে মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু এই রহস্য বুঝতে না পারার কারণে তারা পাপসমূহ থেকে তাওবা করে না। বরং কখনো কখনো পূর্বের চাইতে আরো বেশী পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

يَعْلَمُونَ (٤٧)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨)

(৪৮) তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি দাঁড়াও।[৮০]

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩)

(৪৯) এবং রাত্রিকালে[৮১] ও তারকারাজির অস্তগমনের পর[৮২] তার পবিত্রতা ঘোষণা কর।

সূরা নাজ্‌ম[৮৩]

(মক্কায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৫৩, আয়াত সংখ্যা ঃ ৬২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١)

(১) শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়।[৮৪]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢)

(২) তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।[৮৫]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)

(৩) এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

(৮০) আয়াতে تَقُوم (দাঁড়ানো) বলতে কোন্ দাঁড়ানোকে বুঝানো হয়েছে? কেউ কেউ বলেছেন, নামাযের জন্য দাঁড়ানো। যেমন, নামাযের শুরুতে سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ পড়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে দাঁড়ানো। এই সময়েও আল্লাহর তসবীহ ও প্রশংসা করা বিধেয় বা সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোন মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ানো। যেমন হাদীসে এসেছে যে, যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠার সময় এই দুআটি পাঠ করবে, তার জন্য তা ঐ মজলিসে কৃত পাপের কাফ্ফারায় পরিণত হবে। দুআটি হল। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. *(তিরমিযী ঃ দাওয়াত অধ্যায়)*

(৮১) এ থেকে 'কিয়ামুল লাইল' অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায বুঝানো হয়েছে। যে নামায নবী করীম ﷺ সারা জীবন পড়েছেন।

(৮২) أَيْ وَقْتَ إِدْبَارِهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (রাতের শেষ প্রহরে তারকারাজি অদৃশ্য হওয়ার সময়)। এ থেকে ফজরের দু' রাকআত সুন্নতকে বুঝানো হয়েছে। নফল নামাযের মধ্যে এই দু' রাকআত নামাযের প্রতি নবী করীম ﷺ সব চাইতে বেশী যত্ন নিতেন। আর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ﷺ বলেছেন, "ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও শ্রেয়।" *(বুখারী ঃ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, মুসলিম ঃ নামায অধ্যায়)*

(৮৩) এই সূরাটি হল সেই প্রথম সূরা যেটাকে রসূল ﷺ কাফেরদের আম জনসভায় পাঠ করেন। পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি এবং তাঁর পিছনে যত মানুষ ছিল, তাঁরা সকলেই সিজদা করেন। কেবল উমাইয়াহ বিন খালফ ছাড়া; সে তার মুষ্টিতে কিছু মাটি নিয়ে তার উপর (কপাল ঠেকিয়ে) সিজদা করে। সে কাফের অবস্থাতেই মারা যায়। *(বুখারী, তফসীর সূরা নাজ্‌ম পরিচ্ছেদ)* অন্যসূত্রে এই লোকটির নাম উত্‌বা বিন রাবীআহ বলা হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাসীর)* والله أعلم যায়েদ বিন সাবেত ﷺ বলেন, আমি এই সূরাটি নবী করীম ﷺ-এর সামনে তেলাঅত করেছি তিনি এতে সিজদা করেননি। *(বুখারী, উক্ত অধ্যায়)* এর অর্থ এই যে, সিজদা করা মুস্তাহাব, ফরয (অপরিহার্য) নয়। যদি কখনো ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তা বৈধ।

(৮৪) মুফাস্‌সিরদের কেউ কেউ 'নক্ষত্র' বলতে কৃত্তিকা নক্ষত্রকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শুকতারাকে বুঝিয়েছেন। অন্যরা সমস্ত তারাকেই বুঝিয়েছেন। هَوَى উপর থেকে নীচে পড়া। অর্থাৎ, যখন তা রাতের শেষে ফজরের সময় পতিত (অদৃশ্য) হয়। অথবা শয়তানদেরকে মারার জন্য তাদের উপর পতিত হয়। অথবা অন্যদের উক্তি অনুযায়ী, কিয়ামতের দিন পতিত হবে।

(৮৫) এটা হল কসমের জওয়াব। صَاحِبُكُمْ (তোমাদের সঙ্গী) বলে এখানে নবী করীম ﷺ-এর সত্যতাকে স্পষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, নবুঅতের পূর্বে তিনি চল্লিশ বছর তোমাদের সঙ্গে এবং তোমাদের মাঝে কাটিয়েছেন। তাঁর দিবা-রাত্রির কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ তোমাদের সামনে বিদ্যমান। তাঁর চরিত্র ও নৈতিকতা তোমাদের জানা ও চেনা। সততা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া তোমরা তাঁর আচরণে অন্য কিছু কি দেখেছ? এখন চল্লিশ বছর পর যখন তিনি নবুঅতের দাবী করছেন, তখন একটু ভেবে দেখ যে, তিনি কি মিথ্যাবাদী হতে পারেন? অতএব, বাস্তব এটাই যে, তিনি পথভ্রষ্টও নন এবং বিপথগামীও নন। ضَلاَلَة বলা হয়, অজ্ঞতার কারণে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়াকে। আর غَوى বলা হয়, এমন বক্রতাকে, যা জেনে-বুঝে সত্যকে বর্জন ক'রে অবলম্বন করা হয়। মহান আল্লাহ এই উভয় ভ্রষ্টতা থেকে তাঁর নবীকে পাক-পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (٤)

(৪) তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।[৮৬]

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥)

(৫) তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)।

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦)

(৬) প্রজ্ঞাসম্পন্ন,[৮৭] সে (জিব্রাঈল নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল,

وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى (٧)

(৭) তখন সে উর্ধ্বদিগন্তে।[৮৮]

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨)

(৮) অতঃপর সে তার (রসূল)এর নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী।[৮৯]

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩)

(৯) ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।[৯০]

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠)

(১০) তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।[৯১]

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١)

(১১) যা সে দেখেছে তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি।[৯২]

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢)

(১২) সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে?

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣)

(১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)

(১৪) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।[৯৩]

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)

(১৫) যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মা'ওয়া) বাসোদ্যান।[৯৪]

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦)

(১৬) যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল,[৯৫]

([৮৬]) অর্থাৎ, তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী কি ক'রে হতে পারেন?! তিনি তো আল্লাহর প্রত্যাদেশ ছাড়া মুখই খুলেন না। এমনকি রহস্য ও হাসি-ঠাট্টার সময়ও তাঁর পবিত্র জবান থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না *(তিরমিযী ঃ বির্র্ অধ্যায়)* অনুরূপ ক্রোধের সময়ও তাঁর স্বীয় আবেগ ও উত্তেজনার উপর এত নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, তাঁর জবান থেকে কোন কথা বাস্তবের বিপরীত বের হয়নি। *(আবূ দাউদ ঃ শিক্ষা অধ্যায়)*

([৮৭]) এর দ্বিতীয় অর্থ ঃ বলবান। এ থেকে ফিরিশ্তা জিবরীল ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে; যিনি প্রচন্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী। এই ফিরিশ্তাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট অহী নিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।

([৮৮]) অর্থাৎ, জিবরীল ﷺ। অর্থাৎ, অহী শিক্ষা দেওয়ার পর আকাশের দিগন্তে গিয়ে দাঁড়ালেন।

([৮৯]) অর্থাৎ, অতঃপর যমীনে অবতরণ করলেন এবং ধীরে ধীরে নবী করীম ﷺ-এর নিকটবর্তী হলেন।

([৯০]) কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন দুই হাত পরিমাণ। এখানে নবী করীম ﷺ এবং জিবরীল ﷺ-এর পারস্পরিক নিকটবর্তিতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ এবং নবী করীম ﷺ-এর কাছাকাছি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। যেমন কেউ কেউ এটাই বুঝাতে চেষ্টা করেন। আয়াতগুলোর প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, এতে কেবল জিবরীল এবং নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই নিকটবর্তিতার সময়ই নবী করীম ﷺ জিবরীল ﷺ-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন। আর এটা হল নবুঅত প্রাপ্তির প্রথম দিকের সেই ঘটনা, যার আলোচনা এই আয়াতগুলোতে করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার আসল আকৃতিতে দর্শন করেন মি'রাজের রাতে।

([৯১]) এর দ্বিতীয় অর্থ ঃ জিবরীল ﷺ আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য যে অহী অথবা বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, সেটা তিনি তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন।

([৯২]) অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ জিবরীল ﷺ-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা রয়েছে। তাঁর প্রসারিত ডানা পূর্ব ও পশ্চিমের (আকাশ ও পৃথিবীর) মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল। এ দর্শনকে নবী করীম ﷺ-এর অন্তর মিথ্যা মনে করেনি। বরং আল্লাহর এই বিশাল ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

([৯৩]) এটা হল মি'রাজের রাতে যে জিবরীল ﷺ-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন, তারই বর্ণনা। এই 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা' হল ষষ্ঠ বা সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি কুল (বরই) গাছ। আর এটাই শেষ সীমা। এর উপরে কোন ফিরিশ্তা যেতে পারেন না। ফিরিশ্তাকুল আল্লাহর বিধানাদিও এখান থেকেই গ্রহণ করেন।

([৯৪]) এটাকে 'জান্নাতুল মা'ওয়া' এই কারণে বলা হয় যে, এটাই ছিল আদম ﷺ-এর আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আত্মাসমূহ এখানে এসে জমায়েত হয়। *(ফাতহুল কাদীর)*

([৯৫]) এখানে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র সেই দৃশ্য ও অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যা নবী করীম ﷺ মি'রাজের রাতে দর্শন করেছিলেন। সোনার প্রজাপতি তার চতুস্পার্শ্বে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ফিরিশ্তামন্ডলীও সে বৃক্ষকে ঘিরে রেখেছিলেন এবং মহান

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧)

(১৭) তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি।[৯৬]

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١٨)

(১৮) নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।[৯৭]

أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى (١٩)

(১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى (٢٠)

(২০) এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?[৯৮]

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى (٢١)

(২১) পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান তাঁর জন্য?[৯৯]

প্রভুর জ্যোতির দৃশ্যও ছিল সেখানে। *(ইবনে কাসীর প্রভৃতি)* এই স্থানেই নবী করীম ﷺ-কে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়। আর তা হল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাক্বারার শেষের আয়াতগুলো এবং সেই মুসলিমের ক্ষমার প্রতিশ্রুতি, যে শির্কের মলিনতা থেকে পবিত্র থাকবে। *(মুসলিম ঃ কিতাবুল ঈমান, সিদরাতুল মুন্তাহা পরিচ্ছেদ)*

(৯৬) অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ-এর দৃষ্টি ডানে-বামে হয়নি এবং সেই সীমা অতিক্রমও করেনি, যা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। *(আইসারুত তাফাসীর)*

(৯৭) যেগুলোর মধ্যে জিবরীল ﷺ-এর আসল আকৃতি, 'সিদরাতুল মুন্তাহা' ও প্রতিপালকের অন্যান্য মহাশক্তির কিছু নিদর্শন। যার বিস্তারিত আলোচনা মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসমূহে করা হয়েছে।

(৯৮) এ কথা মুশরিকদেরকে তিরস্কার ক'রে বলা হচ্ছে যে, এই হল আল্লাহর মাহাত্ম্য, যা উল্লেখ হয়েছে। তিনি হলেন জিবরীল ﷺ-এর মত মহান ফিরিশ্তার স্রষ্টা। মুহাম্মাদ ﷺ-এর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি হল তাঁর রসূল। তাঁকে তিনি আসমানে ডেকে নিয়ে স্বীয় বড় বড় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন। তাঁর উপর অহীও অবতীর্ণ করেন। বল তো, তোমরা যেসব উপাস্যের উপাসনা কর, তাদের মধ্যেও কি এই বা এই ধরনের গুণাবলী আছে? এই কথার ভিত্তিতে আরবের প্রসিদ্ধ তিনটি প্রতিমার নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। لَاتٌ (লাত) কারো কারো নিকট এটা اللهٌ থেকে উদ্ভূত। আবার কারো নিকট এটা لَاتَ يَلِيْتُ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ ফিরানো। পূজারীরা তাদের গর্দান তার দিকে ফিরাতো এবং তার তাওয়াফ করত তাই তার এই নাম হয়ে যায়। কেউ বলেন যে, لات এর ت অক্ষরটি তাশদীদ (ّ) যুক্ত। لَتَّ يَلُتُّ থেকে 'ইস্ম ফায়েল' বা কর্তৃকারকপদ (যে ছাতু ঘুলে)। সে একজন নেক মানুষ ছিল। হাজীদেরকে ছাতু ঘুলে ঘুলে খাওয়াতো। যখন সে মারা গেল, তখন লোকেরা তার কবরকে ইবাদতগাহ বানিয়ে নিল। তারপর তার মূর্তি তৈরী করা হল। এটা ত্বায়েফের বানূ সাক্বীফ গোত্রের সব চাইতে বড় প্রতিমা ছিল। عُزَّى সম্পর্কে বলা হয় যে, এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম عَزِيْزٌ থেকে উদ্ভূত। আর এটা أَعَزُّ এর স্ত্রীলিঙ্গ। যার অর্থ, عَزِيْزَةٌ (প্রিয়তমা)। কেউ কেউ বলেছেন, এটা গাত্ফানে একটি গাছ ছিল, যার পূজা করা হত। কেউ বলেছেন, এটি শয়তান জিন্নী (পেতনী) ছিল, যা কোন কোন গাছে দেখা দিত। আবার কারো মতে এটি একটি সাদা পাথর ছিল, লোকেরা যার পূজা করত। এটি কুরাইশ ও বনী কিনানাহ গোত্রের লোকদের নিজস্ব উপাস্য ছিল। مَنَاةٌ হল, مَنَى يَمْنِى ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ হল, صَبَّ (বহানো)। এর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য লোকেরা তার নিকট প্রচুর পরিমাণে পশু জবাই করত এবং তাদের রক্ত বহাতো। এটা ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত একটি মূর্তি। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* এই মূর্তিটি 'কুদাইদ'এর সামনে 'মুশাল্লাল' নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। বনী খুযাআহ গোত্রের লোকেদের এটি নিজস্ব মূর্তি ছিল। জাহেলিয়্যাতের যুগে 'আউস ও খাযরাজ' গোত্রের লোকেরা এখান থেকেই ইহরাম বাঁধত এবং ঐ মূর্তির তাওয়াফও করত। *(আয়সারুত তাফাসীর ও ইবনে কাসীর)* এগুলো ছাড়াও আরো বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিমা ও প্রতিমালয় স্থাপিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর এবং আরো অন্যান্য সময়-সুযোগে নবী করীম ﷺ ঐ সমস্ত মূর্তিসহ আরো অন্যান্য সকল মূর্তির মূলোৎপাটন করেন। ঐগুলোর উপর নির্মিত গম্বুজ ও গৃহাদি ভেঙ্গে ফেলান। যে গাছগুলোর তা'যীম (সম্মান প্রদর্শন) করা হত, সেগুলো সব কেটে ফেলান এবং মূর্তিপূজার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মিটিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়। আর এ কাজের জন্য তিনি খালেদ, আলী, আম্র ইবনে আস এবং জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺদের সেই সেই স্থানে প্রেরণ করেন, যেখানে এ মূর্তিগুলো স্থাপিত ছিল। তাঁরা সেখানে গিয়ে সেসব ভেঙ্গে ফেলে আরব ভূভাগ থেকে শির্কের নাম পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন। *(ইবনে কাসীর)* প্রথম শতাব্দীর বহু পরে আরবের মাটিতে আবার একবার উক্ত শ্রেণীর শির্কীয় কার্যকলাপ ব্যাপক হয়ে ওঠে। এ সময় মহান আল্লাহ দাওয়াতের পতাকাবাহী শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহ্হাব নামক একজন সংস্কারক আলেমকে তওফীক্ব দেন। তিনি 'দিরইয়্যাহ'র শাসকের সহযোগিতায় শাসন ও ক্ষমতা বলে শির্কের এই সমস্ত কার্যকলাপের পরিসমাপ্তি ঘটান। তারপর বাদশাহ আব্দুল আযীয; নাজ্দ ও হিজাযের শাসক (বর্তমান সঊদী শাসকবর্গের পিতা ও এই দেশের প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর সেই দাওয়াত পুনরায় নবায়ন ও সংস্কার করেন। তিনি সমস্ত পাকা কবর ও গম্বুজকে ভেঙ্গে ফেলে নবী করীম ﷺ-এর সুন্নতকে পুনর্জীবিত করেন। এইভাবেই আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে পূরো সঊদী আরবে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসারে না কোন পাকা কবর আছে, আর না কোন মাযার।

(৯৯) মক্কার মুশরিকরা ফিরিশ্তাদেরকে আল্লাহর বেটি গণ্য করত। এখানে তারই খন্ডন করা হয়েছে। আরো বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢)

(২২) তাহলে এ তো অন্যায্য বন্টন।[১০০]

إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى (٢٣)

(২৩) এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখে নিয়েছ; যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং মনের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে, অথচ অবশ্যই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে পথ-নির্দেশ এসেছে।

أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤)

(২৪) মানুষ যা আশা করে, তাই কি সে পায়?[১০১]

فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى (٢٥)

(২৫) বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।[১০২]

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (٢٦)

(২৬) আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিশ্তা রয়েছে তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।[১০৩]

إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى (٢٧)

(২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফিরিশ্তাদেরকে নারী-বাচক নাম দিয়ে থাকে।

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً (٢٨)

(২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩)

(২৯) অতএব তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে।

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى (٣٠)

(৩০) তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথ প্রাপ্ত।

وَلله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١)

(৩১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যাতে তিনি যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।[১০৪]

([১০০]) ضِيزَى এর অর্থ হল, অন্যায্য; ন্যায় ও সঠিকতা থেকে দূরে।

([১০১]) অর্থাৎ, এরা যে চায়, এদের এই উপাস্যগুলো এদের উপকার করুক এবং এদের হয়ে সুপারিশ করুক, এটা কখনোই সম্ভব নয়।

([১০২]) সুতরাং হবে তা-ই যা তিনি চাইবেন। কেননা, সমস্ত কিছুই তাঁরই এখতিয়ারাধীন।

([১০৩]) অর্থাৎ, ফিরিশ্তাগণ যাঁরা আল্লাহর অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সৃষ্টি, তাঁদেরকেও সুপারিশ করার অধিকার কেবলমাত্র তাদেরই জন্য দেওয়া হবে, যাদের জন্য আল্লাহ পছন্দ করবেন। ব্যাপার যদি এই হয়, তবে পাথরের মূর্তিগুলো কারো জন্য সুপারিশ কিভাবে করবে, যার আশায় তোমরা বসে আছ? অনুরূপ মহান আল্লাহ মুশরিকদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার কাকেই বা কখন দেবেন? তাঁর কাছে তো শির্কের পাপ ক্ষমার্হই নয়।

([১০৪]) অর্থাৎ, হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে চান হিদায়াত দানে ধন্য করেন এবং যাকে চান তাকে ভ্রষ্টতার গহ্বরে পতিত করেন। আর এটা এই জন্য, যাতে তিনি সৎ লোকদেরকে তাদের সৎকর্মের এবং অসৎ লোকদেরকে তাদের অসৎকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল দেন। (وَلله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) এই বাক্যটি পূর্বাপরের সাথে সম্পর্কহীন পৃথক বাক্য (জুমলাহ মু'তারিযাহ) এবং لِيَجْزِيَ এর সম্পর্ক পূর্বে আলোচিত কথার সাথে। *(ফাতহুল কাদীর)*

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٣٢)

(৩২) যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া[১০৫] গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বিরত থাকে।[১০৬] নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর।[১০৭] অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না।[১০৮] তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣)

(৩৩) তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;

وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى (٣٤)

(৩৪) এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়?[১০৯]

---

(১০৫) لَمَمٌ এর আভিধানিক অর্থ অল্প ও ছোট হওয়া। আর এ থেকেই বলা হয়, أَلَمَّ بالمكان অর্থাৎ, গৃহে অল্পক্ষণ ছিল। أَلَمَّ بالطَّعَام অল্প একটু খেয়েছে। অনুরূপ কোন জিনিসকে কেবল স্পর্শ করা বা তার নিকটবর্তী হওয়া অথবা কোন কাজকে লাগাতার নয়; বরং কেবল এক বা দু'বার করা কিংবা অন্তরে কেবল খেয়ালের উদয় হওয়া, এ সবকেই لم বলা হয়। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* لم এর এই ভাষাগত প্রয়োগ ও তার অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই তার অর্থ করা হয় 'সাগীরা গুনাহ' (ছোট-খাট পাপ)। অর্থাৎ, কোন বড় পাপের প্রাথমিক পর্যায়ের জিনিস ক'রে ফেলা। তবে বড় পাপ থেকে বিরত থাকা অথবা কোন পাপ এক-দু'বার ক'রে ফেলা অতঃপর চিরতরে তা বর্জন করা কিংবা কোন পাপ করার কথা কেবল মনে ভেবে নেওয়া; কিন্তু কার্যতঃ তার ধারে-পাশেও না যাওয়া। এগুলো ছোট গুনাহ বলে গণ্য হবে। যেগুলো মহান আল্লাহ বড় পাপ থেকে বিরত থাকার কারণে ক্ষমা করে দিবেন।

(১০৬) كَبَائِرُ হল كَبِيْرَةٌ এর বহুবচন। কাবীরা গোনাহ, গুরুতর পাপ তথা মহাপাপের সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাদের মতে এমন সব পাপকে কাবীরা তথা মহাপাপ বলা হয়, যার উপর জাহান্নামের হুমকি এসেছে অথবা যে পাপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দাবাদ কুরআন ও হাদীসে আলোচিত হয়েছে (অথবা যে পাপের কারণে পাপীকে অভিশাপ করা হয়েছে)। অনুরূপ উলামাগণ এ কথাও বলেছেন যে, অব্যাহতভাবে কোন ছোট পাপ করতে থাকলে তা মহাপাপে পরিণত হয়ে যায়। এ ছাড়া 'কাবীরা' গুনাহের অর্থ ও তার প্রকৃতত্বে যেমন মতভেদ রয়েছে, অনুরূপ মতভেদ তার সংখ্যার ব্যাপারেও রয়েছে। কোন কোন আলেম ঐ মহাপাপসমূহকে একটি পুস্তিকার মধ্যে একত্রিতও করেছেন। যেমন, ইমাম যাহাবী (রঃ) রচিত 'কিতাবুল কাবাইর' এবং ফকীহ হাইতামী রচিত 'আয্-যাওয়াজির' প্রভৃতি। فَوَاحِشُ হল فَاحِشَةٌ এর বহুবচন। অশ্লীল কাজ। যেমন, ব্যভিচার, সমলিঙ্গী ব্যভিচার ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, যেসব পাপের জন্য দন্ডবিধি আছে, সেগুলো সব فواحش এর অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি অশ্লীলতার দৃশ্যাদি যেহেতু ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, সেহেতু আধুনিক সভ্যতায় এটাকেই সভ্যতা ও ফ্যাশন মনে করা হচ্ছে। এমন কি মুসলিমরাও ঐ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার এই সভ্যতাকে লাফ দিয়ে লুফে নিয়েছে। তাই দেখা যায়, আজ তাদের ঘরে ঘরে টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ভিসিডি ইত্যাদি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। মহিলারা কেবল পর্দা ত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সুন্দরভাবে সাজগোজ ক'রে (অর্ধনগ্নাবস্থায়) রূপ-সৌন্দর্য বিতরণ করতে করতে বাইরে বেড়ানোটাকে নিজেদের একটা ফ্যাশন ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের যৌথ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যৌথ অফিস-আদালত, যৌথ সভাসমিতি এবং (পার্ক, সমুদ্র-সৈকত প্রভৃতি) আরো বিভিন্ন স্থানে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও দ্বিধা-সংকোচহীন সংলাপ দিনের দিন বেড়ে চলেছে। (বেড়ে চলেছে অবৈধ ভালবাসা ও তথাকথিত পছন্দ ক'রে বিয়ে করার নামে 'লাভম্যারেজ' ও 'লিভ টুগ্যাদার'।) অথচ এ সবই 'ফাওয়াহিশ' (অশ্লীলতা)এর অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে যাদের ক্ষমা করার কথা আলোচনা করা হচ্ছে, তারা মহাপাপ ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে; তাতে তারা লিপ্ত থাকবে না।

(১০৭) أَجِنَّةٌ হল جَنِيْنٌ এর বহুবচন। (এর মূল অর্থ ঃ গুপ্ত) গর্ভস্থ ভ্রূণকে جَنِيْنٌ বলা হয়। কারণ, তা লোক চক্ষু থেকে গোপনে থাকে।

(১০৮) অর্থাৎ, তাঁর নিকট যখন তোমাদের কোন অবস্থা ও আচরণ লুক্কায়িত নেই; এমনকি তোমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, যেখানে তোমাদেরকে দেখার কারো সাধ্য ছিল না, সেখানেও তিনি তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও খবরাখবর সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তখন আত্মপ্রশংসা করার এবং নিজেদের মুখে নিজেদের সততার বর্ণনা দেওয়ার দরকার কি? অর্থাৎ, এ রকম করো না। যাতে লোক দেখানো কাজ থেকে তোমরা বাঁচতে পার।

(১০৯) অর্থাৎ, অল্প দিয়ে হাত টেনে নিল অথবা অল্প কিছু আনুগত্য করে পিছে সরে পড়ল। أَكْدَى এর মূল অর্থ হল, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শক্ত কোন পাথর এসে পড়লে আর খোঁড়া সম্ভব না হওয়া, পরিশেষে খোঁড়ার কাজ ছেড়ে দিলে বলা হয়, أَكْدَى এখান থেকেই তার ব্যবহার এমন ব্যক্তির ব্যাপারে হতে লাগল, যে কাউকে কিছু দেয়, কিন্তু পূর্ণরূপে দেয় না। অনুরূপ কোন কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু তা সমাপ্ত করে না।

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥)

(৩৫) তার কি অদৃশ্যে জ্ঞান আছে যে, সে (সবকিছু) দেখতে পাচ্ছে?[১১০]

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦)

(৩৬) তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে,

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧)

(৩৭) এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)

(৩৮) তা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (٣٩)

(৩৯) আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে।[১১১]

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠)

(৪০) আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই তাকে দেখানো হবে।[১১২]

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى (٤١)

(৪১) অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।

وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى (٤٢)

(৪২) আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣)

(৪৩) আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান।

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)

(৪৪) এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান।

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (٤٥)

(৪৫) আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী--

مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦)

(৪৬) শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়।

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى (٤٧)

(৪৭) আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই।

---

(১১০) অর্থাৎ, সে কি দেখতে পাচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তার ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যাবে? না, অদৃশ্যের এই জ্ঞান তার নেই। বরং আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকার কারণ কেবলমাত্র কৃপণতা, বিষয়াসক্তি ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস। আর আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতার কারণও এগুলোই।

(১১১) অর্থাৎ, যেরূপ কেউ কারো পাপের জন্য দায়ী হবে না, অনুরূপ পরকালে প্রতিদানও সে সেই জিনিসের পাবে, যাতে থাকবে তার নিজস্ব মেহনত ও পরিশ্রম। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রতিদানের সম্পর্ক পরকালের সাথে, দুনিয়ার সাথে নয়। যেমন, কিছু সমাজবাদী শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ এই অর্থ বুঝিয়ে বলে থাকেন যে, কেউ অপর ব্যক্তিকে জমি চাষ করিয়ে উপার্জন করতে পারবে না। অনুরূপ অপর ব্যক্তিকে ঘর ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারবে না। (অথবা স্বোপার্জিত সম্পদ ছাড়া অন্য সম্পদে তার অধিকার নেই। অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে তারাও সম্পদের মালিক হয়ে ও ক'রে থাকেন।) পক্ষান্তরে এই আয়াতকে দলীল বানিয়ে যে উলামাগণ বলেছেন যে, কুরআন-খানীর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না, তাঁদের কথা ঠিক। কারণ, এ আমল না মৃত ব্যক্তি করে, আর না এতে তার কোন পরিশ্রম থাকে। আর এই জন্য নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতকে মৃতদের জন্য কুরআন-খানী করার প্রতি না কোন উৎসাহ দান করেছেন, আর না সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট কোন উক্তির মাধ্যমে এর প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম ﷺদের থেকেও এ কাজ বিধেয় হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এ কাজ কোন ভাল কাজ হলে, সাহাবায়ে কিরাম ﷺগণ তা অবশ্যই অবলম্বন করতেন। পক্ষান্তরে যাবতীয় ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের যত কাজ আছে, তার জন্য সুস্পষ্ট দলীল থাকা অত্যাবশ্যক। এ সবে (ব্যক্তিগত) মত ও অনুমান চলে না। হ্যাঁ দুআ ও দান-খয়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। এ ব্যাপারে সকল উলামা একমত। কেননা, এটা বিধানদাতার পক্ষ থেকে সুসাব্যস্ত। আর যে হাদীসে মৃত্যুর পর তিনটি জিনিসের নেকী অব্যাহত থাকার কথা এসেছে, তো সেটাও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই আমল যা কোন না কোনভাবে তার মৃত্যুর পরেও জারী বা চালু থাকে। সন্তানদেরকে নবী করীম ﷺ মানুষের নিজস্ব উপার্জন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। *(সুনানে নাসাঈ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)* 'সাদকায়ে জারিয়াহ' (প্রবহমান দান) ওয়াকফের ন্যায় মানুষের নিজস্ব কীর্তিসমূহ। আল্লাহ বলেন, (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم) "আমিই তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।" অনুরূপ মানুষের মাঝে যে জ্ঞানের সে প্রচার-প্রসার করেছে এবং মানুষ যার অনুসরণ করেছে, সেটাও তার প্রচেষ্টা ও তারই আমল। আর নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহবান করে, তার জন্য রয়েছে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না।" *(মুসলিম, আবূ দাউদ)* কাজেই এই হাদীস আয়াতের পরিপন্থী বা বিরোধী নয়। *(ইবনে কাসীর)*

(১১২) অর্থাৎ, দুনিয়াতে সে ভাল-মন্দ যাই করেছে; গোপনে করে থাকুক বা প্রকাশ্যে, কিয়ামতের দিন তা সব সামনে এসে যাবে এবং তার উপর তাকে পরিপূর্ণ বদলা দেওয়া হবে।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٤٨)

(৪৮) আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন,[১১৩]

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (٤٩)

(৪৯) আর এই যে, তিনি লুব্ধক নক্ষত্রের প্রতিপালক।[১১৪]

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأُولَى (٥٠)

(৫০) আর এই যে, তিনিই প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন।[১১৫]

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (٥١)

(৫১) এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও, সুতরাং কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٥٢)

(৫২) আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣)

(৫৩) তিনি উৎপাটিত (মু'তাফিকা) আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন।[১১৬]

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (٥٤)

(৫৪) তারপর ওকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার।[১১৭]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (٥٥)

(৫৫) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?[১১৮]

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى (٥٦)

(৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এও একজন সতর্ককারী।

أَزِفَتِ الآزِفَةُ (٥٧)

(৫৭) কিয়ামত আসন্ন।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ (٥٨)

(৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউই তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩)

(৫৯) তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ?[১১৯]

وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (٦٠)

(৬০) এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না?

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١)

(৬১) তোমরা তো উদাসীন।

فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)

(৬২) অতএব তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।[১২০]

([১১৩]) অর্থাৎ, কাউকে এত ধন-সম্পদ দান করেন যে, সে কারো মুখাপেক্ষী হয় না এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। আর কাউকে এত সম্পদ দেন যে, তার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেঁচে যায় এবং সে তা সংরক্ষিত রাখে।

([১১৪]) (লুব্ধক বা সিরিয়াস নক্ষত্র।) রব্ব তথা প্রতিপালক তো তিনিই সকল বস্তুর। এখানে এই তারার নাম এই জন্য উল্লেখ করেছেন যে, আরবের কোন কোন গোত্র তার পূজা করত।

([১১৫]) এখানে আ'দ জাতিকে প্রথম এই জন্য বলা হয়েছে যে, এদের ধ্বংস সামূদ জাতির পূর্বে হয়েছে। অথবা এই কারণে যে, নূহ ﷺ-এর জাতির পর সর্বপ্রথম এদেরকেই ধ্বংস করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আ'দ নামে দু'টি জাতি গত হয়েছে। এরা ছিল প্রথম, যাদেরকে প্রচন্ড বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি কালচক্রের সাথে বিভিন্ন নামে নামান্তরিত হয়ে চলতে থাকে এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে।

([১১৬]) এ থেকে লূত ﷺ-এর সেই জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের উপর উল্টে দেওয়া হয়েছিল।

([১১৭]) অর্থাৎ, তারপর তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

([১১৮]) বা বিতর্ক করবে ও সেগুলোকে মিথ্যা মনে করবে? কারণ, সেগুলো এত ব্যাপক ও সুস্পষ্ট যে, না সেগুলো অস্বীকার করা সম্ভব, আর না গোপন করা।

([১১৯]) এখানে 'কথা' বলতে কুরআন মাজীদের বাণীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এর ব্যাপারে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হও ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর, অথচ এতে না কোন আশ্চর্য হওয়ার কথা আছে, আর না কোন মিথ্যা ও হাস্যকর বিষয়।

([১২০]) মুশরিক ও (কুরআনকে) মিথ্যাজ্ঞানকারীদেরকে তিরস্কার করার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের আচরণ যখন এই যে, তারা কুরআনকে সত্য মানার পরিবর্তে তার মান খাটো ও তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং আমার নবীর উপদেশ ও নসীহতের কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ছে না, তখন তোমরা হে মুসলিমগণ! আল্লাহর সমীপে নত হয়ে ও তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে পবিত্র কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা কর। সুতরাং এই আদেশ পালন করার জন্য নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম ﷺ সিজদা করেন। এমনকি সেখানে সভায় উপস্থিত কাফেররাও সিজদা করে। যে কথা বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (এই আয়াত পাঠ করার পর সিজদা করা মুস্তাহাব। সিজদার আহকাম জানতে সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।)

সূরা ক্বামার[১২১]
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৫৪, আয়াত সংখ্যা ঃ ৫৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)

(১) কিয়ামত আসন্ন,[১২২] চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।[১২৩]

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢)

(২) তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু।[১২৪]

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (٣)

(৩) তারা মিথ্যা মনে করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক কাজের জন্য একটি স্থিরীকৃত সময় রয়েছে।[১২৫]

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤)

(৪) তাদের নিকট এসেছে সংবাদ,[১২৬] যাতে আছে ধমক।[১২৭]

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥)

(৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বাণী,[১২৮] তবে এই সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসেনি।[১২৯]

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (٦)

(৬) অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। (সেদিনকে স্মরণ কর,) যেদিন আহবানকারী (ইস্রাফীল) আহবান করবে এক অপ্রিয় বিষয়ের দিকে।[১৩০]

خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ

(৭) অপমানে অবনমিত নেত্রে কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।[১৩১]

---

(১২১) এটিও সেই সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে রসূল ﷺ ঈদের নামাযে পড়তেন। যেমন ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

(১২২) প্রথমতঃ এ কথা বিশ্বসৃষ্টির বিগত কাল অনুপাতে। কারণ, যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তার তুলনায় যা অবশিষ্ট আছে, তা অল্প। দ্বিতীয়তঃ আগামী প্রত্যেকটি জিনিসই নিকটবর্তী হয়। তাই নবী করীম ﷺ তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে, আমার আগমন কাল কিয়ামত সংলগ্নে। অর্থাৎ, আমার ও কিয়ামতের মধ্যে আর কোন নবী আসবেন না।

(১২৩) এটি সেই মু'জেযা, যা মক্কাবাসীদের দাবী অনুযায়ী দেখানো হয়েছিল। চাঁদ দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এমনকি লোকেরা তার (দু'খন্ড চাঁদের) মাঝ দিয়ে হিরা পাহাড়কে দেখতে পায়। অর্থাৎ, চাঁদের এক টুকরো পাহাড়ের একদিকে এবং দ্বিতীয় টুকরো পাহাড়ের অপর দিকে চলে যায়। *(বুখারী ঃ আনসারদের ফযীলত অধ্যায়, মুসলিম ঃ কিয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়)* পূর্বের প্রায় সকল সালাফে সালেহীনের এটাই মত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) লিখছেন যে, 'উলামাগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চাঁদ নবী করীম ﷺ-এর যুগে দ্বিখন্ডিত হয় এবং এটা তাঁর সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের অন্যতম। বিশুদ্ধসূত্রে সাব্যস্ত বহুবিধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোও তা প্রমাণ করে।'

(১২৪) অর্থাৎ, কুরাইশরা ঈমান আনার পরিবর্তে তা যাদু বলে আখ্যায়িত ক'রে নিজেদের বিমুখতার আচরণ বহাল রাখে।

(১২৫) এটা মক্কার কাফেরদের মিথ্যা ভাবার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কথা খন্ডন ও বাতিল করার জন্য বলা হচ্ছে যে, প্রতিটি কাজের একটি শেষ পরিণতি আছে। তাতে সে কাজ ভাল হোক বা মন্দ। অর্থাৎ, পরিশেষে তার একটি ফল বের হবে। ভাল কাজের ফল ভাল হবে এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে। সেই ফলের বিকাশ দুনিয়াতেও হতে পারে; যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়। অন্যথা পরকালে তো অবশ্যই হবে।

(১২৬) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসের সংবাদ, যখন তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছিল।

(১২৭) অর্থাৎ, যাতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের দিক রয়েছে। কেউ যদি তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে শির্ক ও পাপ থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে সে বাঁচতে পারে। مُزْدَجَرٌ আসলে مُزْتَجَرٌ ছিল। এটা زَجْرٌ থেকে ক্রিয়াবিশেষ্য (মাসদার)।

(১২৮) অর্থাৎ, এমন বাণী, যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকারী। অথবা এই কুরআন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানময়। তাতে কোন খুঁত বা ত্রুটি নেই। অথবা মহান আল্লাহ যাকে চান, হিদায়াত দেন এবং যাকে চান, পথভ্রষ্ট করেন, তাতেও যে বড় কৌশল নিহিত আছে সে কথা কেবল তিনিই জানেন।

(১২৯) অর্থাৎ, যার জন্য আল্লাহ পাক দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন এবং যার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন নবীদের ভীতিপ্রদর্শন আর কি তার উপকারে আসতে পারে? তার জন্য তো (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ) কথাই প্রযোজ্য। নিম্নের আয়াতটিও প্রায় অনুরূপ অর্থেরই ঃ (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) (তুমি বলে দাও! অতঃপর চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। *(সূরা আনআম ১৪৯ আয়াত)*

(১৩০) يَوْمَ এর পূর্বে اُذْكُرْ উহ্য আছে। অর্থাৎ, স্মরণ কর সেই দিনকে, যেদিন---। نُكُرٌ (অপ্রিয়)এর অর্থ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ। এ থেকে হাশর প্রান্তরের ও হিসাবের ময়দানের ভয়াবহতা এবং পরীক্ষাকে বুঝানো হয়েছে।

(১৩১) অর্থাৎ কবর থেকে বের হয়ে তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং হিসাবের মাঠের দিকে অতি দ্রুততার সাথে এমনভাবে

مُنتَشِرٌ (٧)

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨)

(৮) তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে।[১৩২] অবিশ্বাসীরা বলবে, 'এ তো কঠিন দিন।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩)

(৯) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা মনে করেছিল; তারা মিথ্যাবাদী মনে করেছিল আমার দাসকে এবং বলেছিল, 'এ তো এক পাগল।' আর তাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।[১৩৩]

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠)

(১০) তখন সে তার প্রতিপালককে আহবান ক'রে বলেছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি আমার প্রতিশোধ নাও।'

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١)

(১১) ফলে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা আমি আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিলাম।[১৩৪]

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢)

(১২) এবং মাটি হতে ঝরনা প্রবাহিত করলাম, অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে।[১৩৫]

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣)

(১৩) তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক দ্বারা নির্মিত এক নৌযানে।[১৩৬]

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤)

(১৪) যা চলল আমার চোখের সামনে, এ ছিল অবিশ্বাসীদের প্রতিফল।

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٥)

(১৫) আমি এটাকে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি;[১৩৭] অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[১৩৮]

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦)

(১৬) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧)

(১৭) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি।[১৩৯] অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

দৌড়বে যে, যেন তারা সেই পঙ্গপালের দল, যা কখনো কখনো শূন্যে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উড়তে দেখা যায়।

(১৩২) مُهْطِعِينَ অর্থ مُسْرِعِينَ দৌড়াবে, পিছনে থাকবে না।

(১৩৩) وَازْدُجِرَ এর প্রকৃতরূপ হল وَازْتُجِرَ অর্থাৎ, নূহ عليه السلام-এর জাতি নূহ عليه السلام-কে শুধু মিথ্যাবাদীই ভাবেনি, বরং তারা তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল, ধমক দিয়েছিল এবং হুমকিও দেখিয়েছিল। যেমন অন্যত্র বলেন, {لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ} হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। *(সূরা শুআরা ১১৬ আয়াত)*

(১৩৪) مُنْهَمِرٌ এর অর্থ অধিক বা প্রবল। هَمْرٌ ব্যবহার হয় صَبٌّ (বয়ে যাওয়া)এর অর্থে। বলা হয় যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটানা অতি প্রবল বৃষ্টি হতে থাকে।

(১৩৫) অর্থাৎ, আকাশ ও পাতালের পানি মিলিত হয়ে সেই কাজ পূর্ণ ক'রে দিল, যা হওয়ার ব্যাপার নির্ধারিত হয়েছিল। অর্থাৎ, বন্যা সৃষ্টি হয়ে সবকে ডুবিয়ে দিল।

(১৩৬) دُسُرٌ হল دِسَارٌ এর বহুবচন। ঐ রশি যা দিয়ে নৌকার তক্তা বাঁধা হয়। অথবা ঐ পেরেক যা দিয়ে নৌকার তক্তা জোড়া হয়।

(১৩৭) تَرَكْنَاهَا এর মধ্যে ها (এটা) সর্বনামের লক্ষ্য হল سَفِينَةٌ (নৌযান)। অথবা فِعْلَةٌ (উক্ত কর্ম)। অর্থাৎ, আমি এই নৌযান বা কর্মকে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি।

(১৩৮) مُدَّكِرٍ এর প্রকৃত রূপ ছিল مُذْتَكِرٍ। تا 'তা' অক্ষরটিকে د 'দাল' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয় এবং ذ 'যাল' অক্ষরকে د 'দাল' বানিয়ে দালকে দালের মধ্যে সন্ধি ঘটানো হয়। অর্থ হল, শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণকারী। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৩৯) অর্থাৎ, এর অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা, এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা এবং তা মুখস্থ করা আমি সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব, এটা বাস্তব যে, কুরআন কারীম অলৌকিকতা ও ভাষাশৈলীর দিক দিয়ে অতি উচ্চস্তরের কিতাব হওয়া সত্ত্বেও কোন আরবের মানুষ তার প্রতি একটু মনোযোগ ও গুরুত্ব দিলে ব্যাকরণ, অভিধান ও সাহিত্যের কোন বই-পুস্তক না পড়েই তা অনায়াসে বুঝে নেয়। অনুরূপ এটি পৃথিবীর এমন অনন্য গ্রন্থ যার প্রতিটি শব্দ (অর্থ না জেনেও) হুবহু মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায়। এ ছাড়া কোন ক্ষুদ্র পুস্তকও এইভাবে মুখস্থ করা ও রাখা অতি কঠিন হয়। মানুষ যদি তার অন্তর ও বিবেকের দুয়ার উন্মুক্ত রেখে কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে পড়ে, নসীহতের কানে শোনে এবং উপলব্ধিকারী অন্তর দিয়ে এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, তবে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের দরজাসমূহ তার জন্য খুলে যায় এবং কুরআন তার অন্তরের গভীরে প্রবেশ ক'রে কুফরী ও পাপাচরণের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার ক'রে দেয়।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨)

(১৮) আ'দ সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (١٩)

(১৯) তাদের উপর আমি নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম।[১৪০]

تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (٢٠)

(২০) তা মানুষকে উৎখাত করেছিল উৎপাটিত খেজুর কান্ডের ন্যায়।[১৪১]

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢١)

(২১) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٢٢)

(২২) নিশ্চয় আমি ক্বুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٣)

(২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল;

فَقَالُوا أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (٢٤)

(২৪) তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলে তো নিশ্চয় আমরা ভ্রষ্ট ও পাগলরূপে গণ্য হব।[১৪২]

أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (٢٥)

(২৫) আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? বরং সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।'[১৪৩]

سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنْ الْكَذَّابُ الأَشِرُ (٢٦)

(২৬) আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।[১৪৪]

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧)

(২৭) নিশ্চয় আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে এক উষ্ট্রী পাঠাব;[১৪৫] অতএব তুমি (হে স্বালেহ) তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।[১৪৬]

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨)

(২৮) আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত[১৪৭] এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাজির

(১৪০) বলা হয় যে, এই দিনটি ছিল বুধবারের সন্ধ্যা। যখন এই প্রবল ও শীতল বায়ু শাঁ শাঁ ক'রে বইতে আরম্ভ হল, তখন লাগাতার সাত রাত ও আট দিন ধরে চলতে থাকল। এই বাতাস ঘর-বাড়ি ও দুর্গের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকদেরকেও সেখান থেকে তুলে এনে এত জোরে যমীনে আছাড় দিয়ে ফেলতে লাগল যে, তাদের মাথা দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেল। এই দিন শাস্তির দিক দিয়ে তাদের অশুভ ও দুর্ভাগ্যজনক প্রমাণিত হয়েছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বুধবার বা অন্য কোন দিনে অশুভ বা কুলক্ষণ আছে; যেমন, অনেকে মনে করে। مُسْتَمِرٌّ (একটানা, নিরবচ্ছিন্ন বা লাগাতার)এর অর্থ হল, এই আযাব সে পর্যন্ত চলতে থাকল, যে পর্যন্ত না সবাই ধ্বংস হয়ে গেল।

(১৪১) এতে তাদের দেহের উচ্চতার সাথে সাথে অক্ষমতার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলায় তারা কিছুই করতে পারেনি। অথচ তারা নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে চরম অহংকারী ছিল। أَعْجَازُ হল عِجْزٌ এর বহুবচন। কোন জিনিসের পিছনের অংশকে বলা হয়। مُنْقَعِرٌ যে স্বীয় মূল থেকে উপড়ে যাওয়া বা কেটে যাওয়া। অর্থাৎ, উৎপাটিত খেজুরের কান্ডের (বা কাটা গুঁড়ির) মত তাদের লাশগুলো মাটিতে পড়েছিল।

(১৪২) অর্থাৎ, একজন মানুষকে রসূল বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া তাদের নিকট ভ্রষ্টতা ও পাগলামি ছিল। سُعُرٌ হল سَعِيرٌ এর বহুবচন। যার অর্থ, আগুনের শিখা। এখানে তা পাগলামি বা শাস্তি ও কঠোরতা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(১৪৩) أَشِرٌ এর অর্থ مُتَكَبِّرٌ (অহংকারী)। অথবা তার অর্থ, মিথ্যা বলায় সীমা অতিক্রমকারী। অর্থাৎ, সে ভীষণ মিথ্যুক। সে বলে, আমার উপর অহী আসে। আমাদের মধ্যে কেবল তারই কাছে কি অহী আসার ছিল? নাকি এর মাধ্যমে আমাদের উপর স্বীয় বড়ত্ব দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য।

(১৪৪) এরাই রসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী, নাকি স্বালেহ? যাঁকে মহান আল্লাহ অহী ও নবুঅত দানে ধন্য করেছেন। غَداً আগামীকাল বলতে কিয়ামতের দিন অথবা দুনিয়াতে তাদের জন্য আযাবের নির্দিষ্ট দিন।

(১৪৫) এই দেখার জন্য যে, তারা ঈমান আনে, না আনে না? এটা সেই উটনী, যা মহান আল্লাহ তাদেরই দাবীর ভিত্তিতে কঠিন পাথর থেকে বের করেছিলেন।

(১৪৬) অর্থাৎ দেখ, তারা নিজেদের অঙ্গীকার অনুযায়ী ঈমানের পথ ধরে, না ধরে না? এবং তাদের কষ্টদানের উপর ধৈর্য ধারণ কর।

(১৪৭) অর্থাৎ, একদিন উটনীর পানি পানের জন্য এবং একদিন লোকেদের পানি পানের জন্য।

হবে পালাক্রমে।[১৪৮]

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩)

(২৯) অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহবান করল,[১৪৯] সে ওকে (উষ্ট্রীকে) ধরে হত্যা করল।[১৫০]

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠)

(৩০) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١)

(৩১) নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক বিরাট আওয়াজ প্রেরণ করলাম, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পাতার মত হয়ে গেল।[১৫১]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٣٢)

(৩২) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (٣٣)

(৩৩) লূত সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল সতর্ককারীদেরকে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤)

(৩৪) নিশ্চয় আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম পাথর বর্ষণকারী ঝড়,[১৫২] কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম ভোর রাতে--[১৫৩]

نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥)

(৩৫) আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ;[১৫৪] যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦)

(৩৬) সে (লূত) আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেছিল,[১৫৫] কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতন্ডা শুরু করল।[১৫৬]

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا

(৩৭) তারা তার নিকট হতে তার মেহমানদের ব্যাপারে ফুসলাতে লাগল,[১৫৭] তখন আমি তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলাম[১৫৮] (এবং বললাম,) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং

([১৪৮]) অর্থাৎ, প্রত্যেকের পানির অংশ তার সাথে নির্দিষ্ট। সে নিজের পালির দিনে উপস্থিত হয়ে তা সংগ্রহ করবে। অপরজন সে দিন আসবে না। شُرْبٌ মানে পানির অংশ।

([১৪৯]) অর্থাৎ, যাকে তারা উটনীকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার নাম কুদার বিন সালেফ বলা হয়। তাকে তার কাজ সম্পাদন করার জন্য ডাক দিল।

([১৫০]) অথবা তরবারি বা উটনীকে ধরে তার পা কেটে দিল। অতঃপর তাকে জবাই ক'রে দিল। কেউ কেউ فَتَعَاطَى অর্থ করেছেন, فَجَسَرَ সে সাহস করল।

([১৫১]) حَظِيْرَةٌ এর অর্থ, مَحْظُوْرَةٌ খোয়াড়; যা কাঁটাযুক্ত শুকনো ডালপালা বা কাষ্ঠখন্ড দিয়ে পশুর সংরক্ষণের জন্য তৈরী করা হয়। مُحْتَظِر হল 'ইস্‌ম ফা-য়েল' (কর্তৃপদ), অর্থ ঃ صَاحِبُ الْحَظِيْرَةِ (খোয়াড়-ওয়ালা)। আর هَشِيْمٌ হল শুকনো ঘাস বা কর্তিত শুকনো ফসলাদি। অর্থাৎ, যেভাবে একজন বেড়া নির্মাতার শুকনো কাঠের টুকরো ও ডালপালাগুলো লাগাতার পদতলে পিষ্ট হওয়ার কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তারাও ঐভাবে আমার আযাবে চূর্ণ হয়ে যায়।

([১৫২]) অর্থাৎ, এমন হাওয়া প্রেরণ করেছিলাম, যা তাদের উপর কাঁকর নিক্ষেপ করছিল। অর্থাৎ, তাদের জনপদকে তাদের উপর এমনভাবে উল্টে দেওয়া হয়েছিল যে, তার উপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ উপরে ক'রে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। যেমন, সূরা হুদ (৭৭-৮৩ আয়াত) প্রভৃতিতে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

([১৫৩]) 'লূত পরিবার' বলতে স্বয়ং লূত ﷺ এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিবর্গ। তবে এদের মধ্যে লূত ﷺ-এর স্ত্রী শামিল ছিল না। কারণ, সে 'মু'মিনা' ছিল না। অবশ্য লূত ﷺ-এর দুই কন্যা তাঁর সাথে ছিলেন। যাঁরা মুক্তি লাভে ধন্য হয়েছিলেন। سحر বলতে রাতের শেষ প্রহর।

([১৫৪]) অর্থাৎ, তাদেরকে আযাব থেকে মুক্তি দেওয়াটা ছিল তাদের উপর আমার কৃত দয়া ও অনুগ্রহ।

([১৫৫]) অর্থাৎ, আযাব আসার পূর্বে আমার শক্ত পাকড়াও থেকে তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন।

([১৫৬]) কিন্তু তারা তার কোন পরোয়া করেনি, বরং সন্দেহ পোষণ করেছিল এবং ভীতি প্রদর্শনকারীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হল।

([১৫৭]) বা প্ররোচিত করতে লাগল কিংবা লূত ﷺ-এর নিকট তাঁর মেহমানদেরকে চাইতে লাগল। অর্থাৎ, যখন লূত ﷺ-এর সম্প্রদায় জানতে পারল যে, তাঁর কাছে কিছু সুন্দর সুন্দর নব যুবক এসেছে (যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ফিরিশ্তা ছিলেন এবং তাদেরকে আযাব দেওয়ার জন্যই তাঁরা এসেছিলেন), তখন তারা লূত ﷺ-এর কাছে দাবী করল যে, ঐ অতিথিদেরকে আমাদের হাওয়ালা ক'রে দেওয়া হোক। যাতে আমরা আমাদের বিকৃত যৌনক্ষুধা তাদের দ্বারা নিবৃত্ত করি।

([১৫৮]) বলা হয় যে, এই ফিরিশ্তাগণ ছিলেন জিব্রাঈল, মীকাঈল এবং ইস্রাফীল (আলাইহিমুস্‌সালাম)। যখন তারা কুকর্ম করার উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাদের (অতিথিদের)কে সঙ্গে নেওয়ার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন জিবরীল ﷺ তাঁর ডানার একটি অংশ তাদের উপর মারলেন; যার ফলে তাদের চোখ বেরিয়ে গেল। কেউ কেউ বলেছেন, শুধু চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়েছিল।

সতর্কবাণীর পরিণাম!

عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧)

(৩৮) ভোর সকালে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল।[১৫৯]

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨)

(৩৯) এবং (আমি বললাম,) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম!

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٩)

(৪০) নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি।[১৬০] অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٤٠)

(৪১) নিশ্চয় ফিরআউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী,[১৬১]

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١)

(৪২) তারা আমার সকল নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করল।[১৬২] অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াও করার মত আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।[১৬৩]

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (٤٢)

(৪৩) (হে কুরাইশদল!) তোমাদের মধ্যকার অবিশ্বাসিগণ কি তাদের (পূর্বের অবিশ্বাসিগণ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?[১৬৪] নাকি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তোমাদের কোন অব্যাহতি লেখা রয়েছে?[১৬৫]

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣)

(৪৪) নাকি তারা বলে যে, 'আমরা সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।'[১৬৬]

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (٤٤)

(৪৫) এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।[১৬৭]

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥)

যাই হোক ব্যাপক আযাব আসার পূর্বে বিশেষ এই আযাব তাদের উপর এসেছিল, যারা কুমতলব নিয়ে লূত ﷺ-এর নিকট এসেছিল। চোখ থেকে বা দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা বাড়ী পৌঁছে ছিল। অতঃপর ভোর সকালে সেই ব্যাপক আযাবে ধ্বংস হয়ে গেল, যা সমগ্র জাতির জন্য এসেছিল। *(তাফসীর ইবনে কাসীর)*

(১৫৯) অর্থাৎ, ভোর সকালে তাদের নিকট বিরামহীন শাস্তি এসে গেল। مستقر (বিরামহীন)এর অর্থ, তাদের উপর অবতীর্ণ এমন আযাব, যা তাদেরকে ধ্বংস না ক'রে ছাড়েনি।

(১৬০) এই সূরার মধ্যে تيسير قرآن তথা কুরআন সহজ ক'রে দেওয়ার কথাটা বারবার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, এই কুরআন বোঝা ও তা মুখস্থ করা সহজ বানিয়ে দেওয়া মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ। তাই তাঁর কৃতজ্ঞতা থেকে উদাসীন হওয়া মানুষের উচিত নয়।

(১৬১) نُذُرٌ হল نَذِيرٌ এর বহুবচন (সতর্ককারী)। অথবা إِنْذَار অর্থে যা 'মাসদার' (ক্রিয়াবিশেষ্য)। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৬২) সেই সব নিদর্শনাবলী যার মাধ্যমে মূসা ﷺ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ভয় দেখিয়েছিলেন। এগুলো মোট নয়টি নিদর্শন ছিল; যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

(১৬৩) অর্থাৎ, তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দিলাম। কারণ, সে আযাব এমন পরাক্রমশালীর কঠিন পাকড়াও ছিল, যিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। আর তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারে না।

(১৬৪) এই জিজ্ঞাসা অস্বীকৃতি সূচক। নয় বা না অর্থে। অর্থাৎ, হে আরববাসী। তোমাদের কাফেররা পূর্বের কাফেরদের চাইতে উত্তম নয়। তাদেরকে যখন তাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হল, তখন তোমরা যারা তাদের থেকেও নিকৃষ্ট, আযাব হতে মুক্তি লাভের আশা কিভাবে রাখ?

(১৬৫) زُبُر থেকে বিগত নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবগুলোতে তোমাদের ব্যাপারে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে নাকি যে, এই কুরাইশ বা আরবরা যা ইচ্ছা করুক, তাদের উপর কোন আযাব আসবে না।

(১৬৬) সংখ্যাধিক্য এবং উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে অন্য কারো আমাদের উপর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথবা অর্থ হল, আমরা পরস্পর সংঘবদ্ধ। কাজেই আমরা শত্রুদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম।

(১৬৭) আল্লাহ তাদের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন করলেন। জামাআত তথা দল বলতে মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে পলায়ন করে। শির্ক ও কুফরীর নেতাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়। বদর যুদ্ধের সময় যখন নবী করীম ﷺ স্বীয় তাঁবুতে কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআয় মগ্ন ছিলেন, তখন আবূ বাকর ﷺ বললেন, أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! "যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট অনুনয়-বিনয় খুব করলেন।" অতঃপর তিনি যখন তাঁবুর বাইরে এলেন, তখন তাঁর পবিত্র জবানে এই আয়াতটিই আবৃত্ত হচ্ছিল। *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা ক্বামার)*

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (٤٦)

(৪৬) বরং কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিতকাল। আর কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।[১৬৮]

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧)

(৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও শাস্তির মধ্যে রয়েছে।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨)

(৪৮) যেদিন তাদেরকে উপুড় ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (সেদিন বলা হবে,) 'সাক্বার (জাহান্নামে)র যন্ত্রণা আস্বাদন কর।'[১৬৯]

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)

(৪৯) নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।[১৭০]

وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (٥٠)

(৫০) আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন হয়, চক্ষুর পলকের মত।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٥١)

(৫১) আমি অবশ্যই ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে,[১৭১] অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (٥٢)

(৫২) তারা যা কিছু করেছে, তার প্রত্যেকটাই আমল-নামায় (লিপিবদ্ধ) আছে।[১৭২]

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (٥٣)

(৫৩) আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ;[১৭৩]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤)

(৫৪) সাবধানীরা থাকবে জান্নাতসমূহ ও নহরে।[১৭৪]

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (٥٥)

(৫৫) যথাযোগ্য আসনে,[১৭৫] সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী সম্রাটের সান্নিধ্যে।[১৭৬]

সূরা রাহমান[১৭৭]

(মদীনায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৫৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ৭৮

([১৬৮]) أَدْهَى শব্দটি دَهَاءٌ থেকে গঠিত। কঠিন অপমানকারী। أَمَرُّ শব্দটি مَرَارَةٌ থেকে গঠিত, অতি তিক্ত। অর্থাৎ, দুনিয়াতে এদেরকে যে হত্যা এবং বন্দী ইত্যাদি করা হয়েছে, এটাই এদের শেষ শাস্তি নয়, বরং এর থেকেও আরো অনেক কঠিন শাস্তি তাদেরকে কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে, যার প্রতিশ্রুতি এদের সাথে করা হয়েছে।

([১৬৯]) سَقَرٌ জাহান্নামের নাম। অর্থাৎ, তার উত্তাপ এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর।

([১৭০]) আহলে সুন্নাহর ইমামগণ এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ ক'রে ভাগ্য যে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সে কথা সাব্যস্ত করেছেন। যার অর্থ হল, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই তাদের ব্যাপারে জানতেন এবং (সেই জানার আলোকে) তিনি তাদের সকলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ ক'রে দেন। এ আয়াতে সেই ফির্কা ক্বাদরিয়ার খন্ডন রয়েছে, যাদের আবির্ভাব ঘটে সাহাবাদের একেবারে শেষ যুগে। *(ইবনে কাসীর)*

([১৭১]) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাফেরদেরকে। যারা কুফরীতে তোমাদেরই মত ছিল।

([১৭২]) বা দ্বিতীয় অর্থ হল, 'লওহে মাহফূযে' লিপিবদ্ধ আছে।

([১৭৩]) অর্থাৎ, সৃষ্টির সমস্ত আমল এবং কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ আছে। তাতে তা ছোট হোক বা বড়, তুচ্ছ হোক অথবা সুউচ্চ। দুর্ভাগ্যজনদের আলোচনার পর এবারে সৌভাগ্যবানদের আলোচনা করা হচ্ছে।

([১৭৪]) অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকার (জান্নাত) বাগানে থাকবে। نَهَرٌ জিন্স (জাতি) হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, যাতে জান্নাতের সকল প্রকার নদী শামিল।

([১৭৫]) مَقْعَدِ صِدْقٍ সম্মানের আসন বা সত্যের আসন। যেখানে না কোন পাপের কথা হবে, আর না অশ্লীলতার। অর্থাৎ, জান্নাত।

([১৭৬]) مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ মহাশক্তিধর সম্রাট। অর্থাৎ, তিনি সর্বপ্রকার ক্ষমতার মালিক। যা চান, তা-ই করতে পারেন। তাঁকে কেউ অপারগ ও ব্যর্থ করতে পারে না। عِنْدَ (সান্নিধ্যে) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই উচ্চ স্থান, মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি, যা ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট লাভ করবেন।

([১৭৭]) মুফাস্সিরদের কেউ কেউ এই সূরাটিকে মাদানী সূরা বলেছেন। তবে সঠিক এটাই যে, এটা মাক্কী সূরা। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* এর সমর্থন সেই হাদীস থেকেও হয়, যাতে নবী করীম ﷺ বলেন, "কি ব্যাপার যে তোমরা চুপ থাকছ? তোমাদের চাইতে তো জ্বিনরাই ভাল। কারণ, জ্বিন উপস্থিত হওয়ার রাতে যখন আমি এই সূরাটি তাদের উপর পাঠ করছিলাম এবং যখনই আমি {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} পড়ছিলাম, তখনই তারা উত্তরে পড়ছিল, (لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا! تُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ) *(তিরমিযী)*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

الرَّحْمَنُ (١)

(১) অনন্ত করুণাময় (আল্লাহ);

عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢)

(২) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।[১৭৮]

خَلَقَ الإِنسَانَ (٣)

(৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ।[১৭৯]

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)

(৪) তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।[১৮০]

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)

(৫) সূর্য ও চন্দ্র রয়েছে (নির্ধারিত) হিসাবে।[১৮১]

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦)

(৬) তৃণলতা (বা নক্ষত্র) ও বৃক্ষাদি সিজদা করে।[১৮২]

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)

(৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড,[১৮৩]

أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)

(৮) যাতে তোমরা ওজনে সীমালংঘন না কর।[১৮৪]

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

(৯) ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠা কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।

وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ (١٠)

(১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য।

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ (١١)

(১১) এতে রয়েছে ফলমূল এবং মোচাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ।[১৮৫]

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢)

(১২) এবং খোসাবিশিষ্ট শস্যদানা[১৮৬] ও সুগন্ধ ফুল।[১৮৭]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)

(১৩) অতএব (হে মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

([১৭৮]) বলা হয় যে, এটা মক্কাবাসীদের সেই কথার উত্তর, যাতে তারা বলত যে, এই কুরআন মুহাম্মাদকে কোন মানুষ শিক্ষা দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা তাদের 'রহমান আবার কি?' কথার উত্তর। কুরআন শিখানোর অর্থ ঃ তা সহজ ক'রে দিয়েছেন। অথবা আল্লাহ তাঁর নবীকে শিখিয়েছেন এবং নবী তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন। এই সূরায় মহান আল্লাহ তাঁর বহু নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে মান-মর্যাদা, গুরুত্ব ও উপকারিতার দিক দিয়ে কুরআনের শিক্ষাদান যেহেতু সর্বাধিক প্রকট, তাই প্রথমে এই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

([১৭৯]) অর্থাৎ, এরা বানর ইত্যাদি জীব-জন্তু থেকে অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ লাভ করতে করতে মানুষ হয়ে যায়নি; যেমন মিষ্টার ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিউরীতে বলা হয়েছে। বরং মানুষকে এই আকার-আকৃতিতেই শুরু থেকেই মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যা পশুদের থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এখানে 'মানুষ' শব্দটি 'জিন্স' তথা জাতি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে।

([১৮০]) এখানে 'ভাব প্রকাশ' বলতে প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষাকে বুঝানো হয়েছে, যা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজেই বলতে পারে এবং এতে নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে। এমন কি যে শিশুর কোন জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকে না, সেও বলতে পারে। এটা আল্লাহর এই শিক্ষার ফল, যার উল্লেখ এই আয়াতে হয়েছে।

([১৮১]) অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী নিজ নিজ কক্ষপথে চলমান আছে; যা হতে বিচ্যুত হয় না।

([১৮২]) যেমন, অন্যত্র বলেন, {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ} (অর্থাৎ, তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে---। *(সূরা হাজ্জ ১৮)*

([১৮৩]) অর্থাৎ, পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানুষকেও তার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড (ন্যায়-নীতি); যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। *(সূরা হাদীদ ২৫)*

([১৮৪]) অর্থাৎ, ওজনে ন্যায়পরায়ণতার গন্ডি অতিক্রম না কর।

([১৮৫]) أَكْمَامٌ হল كِمٌّ এর বহুবচন। وِعَاءُ التَّمْرِ কচি খেজুরের উপরের আবরণ (মোচা)।

([১৮৬]) حَبٌّ বলতে এমন সব শস্য যা খাদ্যরূপে পরিগণিত। শস্য শুকিয়ে ভুসি হয়ে যায়, যা পশুতে ভক্ষণ করে।

([১৮৭]) আরবে তুলসী গাছকে 'রাইহান' বলা হয়।

(১৮৮)

خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤)

(১৪) মানুষকে (আদমকে) তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি থেকে।(১৮৯)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (١٥)

(১৫) এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।(১৯০)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦)

(১৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?(১৯১)

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧)

(১৭) তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের প্রতিপালক।(১৯২)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨)

(১৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩)

(১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ (٢٠)

(২০) (কিন্তু) ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না।(১৯৩)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١)

(২১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

---

(১৮৮) এ সম্বোধন মানুষ ও জ্বিন উভয়কেই করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর নিয়ামতসমূহ গনিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন। আর এর বারবার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটা এমন ব্যক্তির মত, যে কারো প্রতি অব্যাহতভাবে অনুগ্রহ করে; কিন্তু সে তা অস্বীকার করে। যেমন বলে, আমি তোমার অমুক কাজটা করে দিয়েছি, তুমি কি তা অস্বীকার করছ? অমুক জিনিসটা তোমাকে দিয়েছি, তোমার কি স্মরণে নেই? অমুক অনুগ্রহটা তোমার প্রতি আমি করেছি, তোমার কি আমার ব্যাপারে একটুও খেয়াল নেই? *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৮৯) صَلْصَالٍ শুকনো মাটি যাতে শব্দ হয়। فَخَّارٌ আগুনে পোড়ানো মাটি যাকে খোলামকুচি বলে। এখানে মানুষ বলতে আদম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। যাঁর প্রথমে মাটি থেকে (মানুষের) আকার তৈরী করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তাতে 'রূহ' ফুঁকেন (আত্মাদান করেন)। তারপর আদম ﷺ-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করেন এবং এর পর থেকে তাঁদের উভয়ের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

(১৯০) এ থেকে উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম জ্বিন। সে হল আবুল জ্বিন তথা জ্বিনদের (আদি) পিতা। অথবা জ্বিন এখানে 'জিন্স' (জাতি) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অনুবাদও 'জাতি' অর্থে করা হয়েছে। مَارِجٍ বলা হয়, আগুন থেকে উঁচু হয়ে ওঠা শিখাকে।

(১৯১) অর্থাৎ, তোমাদের এই সৃষ্টিও এবং তোমাদের ঔরসে অতিরিক্ত আরো বংশধরদের সৃষ্টিও আল্লাহর নিয়ামতেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা কি এই নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(১৯২) একটি হল গ্রীষ্মকালের উদয়াচল এবং দ্বিতীয়টি হল শীতকালের উদয়াচল। অস্তাচলের ব্যাপারটাও অনুরূপ। এই কারণে উভয়কে দ্বিবচন শব্দে উল্লেখ করেছেন। ঋতু অনুযায়ী উদয়াচল ও অস্তাচলের ভিন্নতায় মানুষ ও জ্বিনদের জন্য রয়েছে বহু উপকারিতা। তাই এটাকেও নিয়ামত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(১৯৩) مَرَجَ অর্থ, أَرْسَلَ প্রবাহিত করেন। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা ফুরক্বানের ৫৩নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যার সার কথা হল, দুই সমুদ্র থেকে কেউ কেউ তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে বুঝিয়েছেন। যেমন, মিষ্টি পানির সমুদ্র আছে যার দ্বারা কৃষিক্ষেত সেচন করা হয় এবং মানুষ তার পানি নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজনেও ব্যবহার করে। দ্বিতীয় প্রকার সমুদ্রের পানি হল লবণাক্ত। তারও ভিন্ন কিছু উপকারিতা আছে। এরা উভয়ে আপোসে একে অপরের সাথে মিলে না। কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, লোনা পানির সমুদ্রেই মিঠা পানিরও ঢেউ চলে এবং উভয় পানির ঢেউ একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। বরং একে অপর থেকে পৃথকই থাকে। এর একটি ধরন হল এই যে, মহান আল্লাহ লোনা পানির সমুদ্রেই কয়েক স্থানে মিঠা পানির তরঙ্গও প্রবাহিত করে রেখেছেন এবং তা লোনা পানি হতে পৃথক থাকে। দ্বিতীয় ধরন এমনও হতে পারে যে, উপরে লোনা পানি আছে এবং তার তলদেশে আছে মিঠা পানির ঝর্না। যেমন বাস্তবেই কোন কোন স্থানে এ রকম আছে। তৃতীয় ধরন হল, যে জায়গায় নদীর মিঠা পানি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সেখানে বহু লোকের চাক্ষুষ প্রমাণ যে, উভয় পানিই কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত এমনভাবে পাশাপাশি প্রবাহিত হয় যে, একদিকে নদীর মিঠা পানি এবং অন্য দিকে বিশাল সুপ্রসারিত সমুদ্রের লোনা পানি। এদের মাঝে যদিও কোন আড়াল নেই, তবুও তারা আপোসে একে অপরের সাথে মিলে না। উভয়ের মধ্যে সেই আড়াল আছে, যা আল্লাহ রেখেছেন। উভয়ে তা অতিক্রম করে না।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢)

(২২) উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।[১৯৪]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣)

(২৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?[১৯৫]

وَلَهُ الْجَوَارِي الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ (٢٤)

(২৪) সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ সুউচ্চ (জাহাজসমূহ) তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)।[১৯৬]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥)

(২৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?[১৯৭]

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦)

(২৬) ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর।

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (٢٧)

(২৭) অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)।

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨)

(২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?[১৯৮]

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩)

(২৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে, সবাই তাঁর নিকট প্রার্থনা করে,[১৯৯] তিনি প্রত্যহ এক এক ব্যাপারে রত।[২০০]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠)

(৩০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?[২০১]

([১৯৪]) مَرْجَانٌ থেকে ক্ষুদ্র মোতি বা প্রবাল বুঝানো হয়েছে। বলা হয় যে, আসমান থেকে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ঝিনুকগুলো তাদের মুখ খুলে দেয়। পানির যে ফোঁটা তাদের মুখের ভিতরে পড়ে সেটাই মোতি হয়ে যায়। এটাই প্রসিদ্ধ আছে যে, মোতি ইত্যাদি মিঠা পানির সমুদ্র থেকে বের হয় না, বরং তা কেবল লোনা পানির সমুদ্র থেকেই বের হয়। কিন্তু কুরআন সর্বনাম দ্বিবচন ব্যবহার করেছে; যাতে বুঝা যায় যে, উভয় পানির সমুদ্র থেকেই মোতি বের হয়। তবে মোতি যেহেতু অধিকহারে লোনা পানির সমুদ্র থেকেই বের হয়, তাই তা বেশী প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে মিঠা পানির সমুদ্র থেকে তার বের হওয়ার কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বরং সম্প্রতি কালের পরীক্ষাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মিঠা পানির সমুদ্রেও মোতি থাকে। অবশ্য এর পানি অব্যাহতভাবে প্রবাহিত থাকার কারণে এই দরিয়াগুলো থেকে মোতি বের করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়। কেউ কেউ বলেছেন, (দ্বিবচন থেকে) উদ্দেশ্য সমষ্টি। এগুলোর মধ্যে কোন একটি থেকেও মোতি বের হয়ে থাকলে তার জন্য দ্বিবচন শব্দ প্রয়োগ করা সঠিক। কেউ বলেছেন, মিঠা পানির নদীও সাধারণতঃ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। কাজেই লোনা পানির সমুদ্রই হল (মোতি বের হওয়ার) কেন্দ্রস্থল। কিন্তু অন্যান্য দরিয়ার অংশও তাতে শামিল আছে। তবে বর্তমান যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এসব ব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

([১৯৫]) এই মণি-মাণিক্য ও মুক্তা-প্রবাল হল শোভা-সৌন্দর্য ও রূপ-শ্রী বর্ধনের বস্তু। বিলাসী ও বিত্তশালীরা তাদের সৌন্দর্য-পিপাসা মিটানোর জন্য এবং নিজেদের শোভা-সৌন্দর্যকে আরো বর্ধিত করার জন্য এ সব ব্যবহার ক'রে থাকে। কাজেই এগুলোর নিয়ামত হওয়ার কথা সুস্পষ্ট।

([১৯৬]) الْجَوَارِ হল جَارِيَةٌ এর বহুবচন এবং এটা উহ্য মাউসূফ (বিশেষ্য) (السُّفُنُ) এর 'সিফাত' (বিশেষণ)। এর অর্থ বিচরণশীল। مُنْشَآتٌ এর অর্থ সুউচ্চ। আর এ থেকে বুঝানো হয়েছে নৌকার সেই পালকে, যা পালতোলা নৌকার উপর পতাকার মত উঠিয়ে রাখা হয়। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, নির্মিত। অর্থাৎ, আল্লাহর তৈরীকৃত সমুদ্রে বিচরণশীল।

([১৯৭]) এ (পানির জাহাজ)গুলোর মাধ্যমে ভারবহন ও যাতায়াতের যে সব সুবিধা রয়েছে, তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। অতএব এও আল্লাহর নিয়ামত।

([১৯৮]) দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর প্রতিদান ও শাস্তি; অর্থাৎ, সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর যত্ন নেওয়া হবে। কাজেই এটাও এমন এক মহা অনুগ্রহ, যার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজেব।

([১৯৯]) অর্থাৎ, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর দ্বারের ভিখারী।

([২০০]) প্রত্যহ বা প্রতিদিনের অর্থ সব সময়। شان 'শা'ন' অর্থ বিষয় বা ব্যাপার। অর্থাৎ, সব সময় তিনি কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন। কাউকে রোগী বানাচ্ছেন, কাউকে রোগ থেকে মুক্ত করছেন। কাউকে ধনী করছেন, আবার কোন ধনীকে দরিদ্র করছেন, কোন ভিখারীকে রাজা বানাচ্ছেন, কোন রাজাকে বানাচ্ছেন ভিখারী, কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন, আবার কাউকে অধঃপতনে পাতিত করছেন। কাউকে অস্তি থেকে নাস্তি এবং নাস্তি থেকে অস্তি করছেন ইত্যাদি। মোট কথা বিশ্বজাহানে এ সব কিছু হচ্ছে তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছায়। দিবারাত্রির কোন মুহূর্ত এমন নেই, যা তাঁর কর্ম সম্পাদন থেকে খালি থাকে। (هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ)

([২০১]) আর অতি মহান এই সত্তার প্রতিমুহূর্তে বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপের ব্যবস্থাপনা করতে থাকা তাঁর একটি বড়

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ (٣١)

(৩১) হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব-নিকাশের) জন্য অবসর গ্রহণ করব।[২০২]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٢)

(৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ (٣٣)

(৩৩) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, তাহলে অতিক্রম কর,[২০৩] কিন্তু কোন শক্তি ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।[২০৪]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤)

(৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ (٣٥)

(৩৫) তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ (অথবা গলিত তামা),[২০৫] তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।[২০৬]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦)

(৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧)

(৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন ওটা (লাল চামড়া বা) তেলের মত লাল (গোলাপের) রূপ ধারণ করবে।[২০৭]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨)

(৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ (٣٩)

(৩৯) সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জ্বিনকে?[২০৮]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٠)

(৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ

(৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের হুলিয়া দ্বারা,[২০৯] সুতরাং তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে।[২১০]

অনুগ্রহ।

(২০২) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর অবসর বা অবকাশ নেই। বরং (মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী) এটা একটি কথার কথা বলা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য ধমক ও ভীতি-প্রদর্শন; অর্থ ঃ মনোনিবেশ করব। ثَقَلَانِ (মানুষ ও জ্বিনকে) এই কারণে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের সমস্ত কিছুর ভার ও দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। পক্ষান্তরে এই ভার ও বোঝ থেকে অন্য সৃষ্টি মুক্ত।

(২০৩) এই হুমকিও একটি অনুগ্রহ। কেননা, এর ফলে অবাধ্যজন অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে এবং সৎ লোকেরা আরো সৎকর্ম করে।

(২০৪) অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য ও ফায়সালা থেকে পালিয়ে কোথাও যেতে পারলে চলে যাও। কিন্তু এ সাধ্য ও শক্তি কার আছে? আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? কোন্ জায়গা এমন আছে, যা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে? এটাও হুমকি যা পূর্বের হুমকির ন্যায় নিয়ামতও বটে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা হাশরের ময়দানে বলা হবে। যেখানে ফিরিশ্তারা চতুর্দিক থেকে মানুষকে ঘিরে থাকবেন। উভয় অর্থই নিজ নিজ স্থানে সঠিক।

(২০৫) অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যদি তোমরা কোথাও পালিয়েও যাও, তবে ফিরিশ্তাগণ অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ তোমাদের উপর নিক্ষেপ ক'রে অথবা গলিত তামা তোমাদের মাথায় ঢেলে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন। نُحَاسٌ এর দ্বিতীয় অর্থ গলিত তামা করা হয়েছে।

(২০৬) অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহত করা তোমাদের সাধ্য হবে না।

(২০৭) কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পড়বে। ফিরিশ্তাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। সেই দিন আকাশ জাহান্নামের আগুনের প্রচন্ড তাপের কারণে গলে রঙানো চামড়ায় মত লাল হয়ে যাবে। دِهَانٌ তেল অথবা লাল চামড়া।

(২০৮) অর্থাৎ, যে সময় তারা কবর থেকে বের হবে। তাছাড়া পরে তো হিসাবের ময়দানে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই করা হবে। কেউ কেউ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, গোনাহ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। কারণ, তাদের তো সম্পূর্ণ কর্মবিবরণী ফিরিশ্তাদের কাছেও থাকবে এবং আল্লাহর জ্ঞানেও। অবশ্য এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা এ কাজ কেন করেছিলে? অথবা অর্থ হল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, বরং মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্বয়ং সমস্ত কিছু বলে দেবে।

(২০৯) অর্থাৎ, যেভাবে ঈমানদারদের হুলিয়া ও চিহ্ন হবে, আর তা হল, তাদের ওযূর স্থানগুলো উজ্জ্বল হবে, অনুরূপভাবে পাপীদের চেহারা কালো ও চোখ নীলবর্ণ হবে। আর তারা আতঙ্কগ্রস্ত থাকবে।

(২১০) ফিরিশ্তারা তাদের ললাট ও পা এক সাথে মিলিয়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। অথবা কখনো কারো কপালে ধরবেন,

(٤١)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢)

(৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣)

(৪৩) এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা মনে করত।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (٤٤)

(৪৪) তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।[২১১]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥)

(৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦)

(৪৬) আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান।[২১২]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧)

(৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

ذَوَاتَى أَفْنَانٍ (٤٨)

(৪৮) উভয়ই বহু ডালপালাবিশিষ্ট (গাছে পরিপূর্ণ)।[২১৩]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٩)

(৪৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥٠)

(৫০) উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।[২১৪]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥١)

(৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢)

(৫২) উভয় (বাগানে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।[২১৫]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٣)

(৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤)

(৫৪) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়,[২১৬] দুই বাগানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী।[২১৭]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥)

(৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

আবার কখনো কারো পায়ে ধরবেন।

(২১১) অর্থাৎ, কখনো তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে, আবার কখনো مَاءٌ حَمِيمٌ 'ফুটন্ত পানি' পান করার শাস্তি দেওয়া হবে। آنٍ গরম অর্থাৎ, অতীব গরম ফুটন্ত পানি। যে পানি তাদের নাড়ীভুঁড়ি গলিয়ে দেবে। أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا

(২১২) যেমন হাদীসে আছে যে, "দু'টি জান্নাত রূপার হবে। যার প্লেট এবং তাতে বিদ্যমান সব কিছুই রূপার হবে। দু'টি জান্নাত সোনার হবে। তার প্লেট এবং তাতে বিদ্যমান সব কিছুই সোনার হবে।" *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা রাহমান)* কোন কোন উক্তিতে এসেছে যে, সোনার বাগান বিশিষ্ট মু'মিন مُقَرَّبِيْنَ তথা নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য হবে এবং রূপার বাগান হবে সাধারণ মু'মিন যথা, أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ডান দিকের অধিকারীদের জন্য।

(২১৩) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাতে ছায়া হবে ঘন ও সুনিবিড়। অনুরূপ ফলও হবে অধিকহারে। কেননা, প্রতিটি ডাল ফলে পরিপূর্ণ থাকবে। *(ইবনে কাষীর)*

(২১৪) একটির নাম হল 'তাসনীম' আর দ্বিতীয়টির নাম হল 'সালসাবীল'।

(২১৫) অর্থাৎ, স্বাদ ও মজার দিক দিয়ে প্রতিটি ফল হবে দুই প্রকার। আর তা হবে বিশেষ অনুগ্রহের অতিরিক্ত একটি চিত্র। কেউ কেউ বলেছেন, এক প্রকার হবে শুকনো ফলের এবং অপরটি হবে টাটকা ফলের মজা।

(২১৬) অর্থাৎ, উপরের কাপড়টা সর্বদাই (ভিতরে ব্যবহৃত) আস্তরের তুলনায় উত্তম ও সুন্দর হয়। এখানে শুধু আস্তরের আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে হল, উপরের কাপড়টা এর চাইতে আরো অনেক অনেক উত্তম হবে।

(২১৭) ফল এত নিকটবর্তী হবে যে, বসে বসে এমন কি শুয়ে শুয়েও তা পাড়তে পারবে। (الحاقة ٢٣) {قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ}

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٥٦)

(৫৬) সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না;[২১৮] যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।[২১৯]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧)

(৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨)

(৫৮) তারা (সৌন্দর্যে) যেন পদ্মরাগ ও প্রবালসদৃশ।[২২০]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٩)

(৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)

(৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?[২২১]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١)

(৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢)

(৬২) এই জান্নাত দুটি ছাড়া আরো দু'টি জান্নাত রয়েছে।[২২২]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣)

(৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)

(৬৪) কৃষ্ণবরণ ঘন সবুজ এ (জান্নাতের) বাগান দুটি;[২২৩]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٥)

(৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦)

(৬৬) উভয় বাগানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ;[২২৪]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧)

(৬৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)

(৬৮) সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও ডালিম।[২২৫]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٩)

(৬৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

([২১৮]) যাদের চোখের দৃষ্টি তাদের নিজ নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কারো উপর পড়বে না এবং তাদেরকে নিজ নিজ স্বামীই সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর লাগবে।

([২১৯]) অর্থাৎ, কুমারী ও নব-যুবতী ও অবিবাহিতা হবে। এই আয়াত ও এর পূর্বের কিছু আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে জ্বিনরা মু'মিন হবে, তারাও মু'মিন মানুষদের মত জান্নাতে যাবে এবং তাদের জন্য সেখানে তা-ই থাকবে, যা অন্যান্য ঈমানদারদের জন্য থাকবে।

([২২০]) অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে পদ্মরাগ এবং শুভ্রতামিশ্রিত রক্তবর্ণের দিক দিয়ে হবে প্রবালের মত। যেমন অনেক সহীহ হাদীসেও তাদের স্বচ্ছ রূপ-সৌন্দর্যের কথা এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, يُرَى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ "তাদের দেহের রূপ-স্বচ্ছতার কারণে তাদের পদনালীর মজ্জা হাড় ও মাংসের বাহির থেকে পরিদৃষ্ট হবে।" *(বুখারী ঃ সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, মুসলিম ঃ জান্নাত অধ্যায়)* অপর আর একটি বর্ণনায় এসেছে (রসূল ﷺ বলেছেন,) "জান্নাতের স্ত্রীরা এত সুন্দরী ও সুদর্শনা হবে যে, যদি তাদের মধ্যে কোন একজন পৃথিবীবাসীদের প্রতি উঁকি দেয়, তবে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলের সম্পূর্ণ অংশটা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং সুগন্ধিতে ভরে যাবে। আর তাদের মাথার ওড়না এত মূল্যবান হবে যে, তা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার থেকেও শ্রেয় হবে।" *(বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়)*

([২২১]) প্রথম إحسان 'ইহসান' এর অর্থ, সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য। আর দ্বিতীয় إحسان 'ইহসান'এর অর্থ, তার প্রতিদান। অর্থাৎ, জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ।

([২২২]) دُوْنِهِمَا থেকে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই বাগান দু'টো মর্যাদা ও ফযীলতের দিক দিয়ে পূর্বের সেই বাগান দু'টির চেয়ে কম হবে, ৪৬নং আয়াতে যার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

([২২৩]) অত্যধিক সতেজ ও ঘন সবুজ হওয়ার কারণে তা কালো মত দেখাবে।

([২২৪]) এই (نَضَّاخَتَان) (উচ্ছলিত) গুণটি تَجْرِيَانِ (প্রবহমান)এর তুলনায় কিছুটা হালকা। যেহেতু প্রবাহিত হওয়ার শক্তি উচ্ছলিত হওয়ার (উথলে ওঠা বা উপচে পড়ার) চাইতে বেশী। *(ইবনে কাসীর)*

([২২৫])। প্রথমোক্ত দুই বাগানের বিশেষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ফল দু'প্রকারের হবে। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তাতে মর্যাদা বৈশিষ্ট্যের যে আধিক্য রয়েছে, তা শেষোক্ত দুই বাগানের ক্ষেত্রে নেই।

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (٧٠)

(৭০) সে সকলের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ।[২২৬]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١)

(৭১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢)

(৭২) তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর।[২২৭]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣)

(৭৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (٧٤)

(৭৪) তাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٥)

(৭৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٦)

(৭৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার উপরে।[২২৮]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧)

(৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?[২২৯]

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (٧٨)

(৭৮) কত মহান তোমার মহিমময়,[২৩০] মহানুভব প্রতিপালকের নাম!

---

(২২৬) خَيْرَاتٌ থেকে উদ্দিষ্ট, চারিত্রিক ও আচার-আচরণের উৎকৃষ্টতা। আর حِسَانٌ এর অর্থ, রূপ-লাবণ্যের অপূর্বতা।

(২২৭) হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, "জান্নাতে মোতির তাঁবু হবে। তার প্রস্থ হবে ৬০ মাইল। তার প্রতি কোণে থাকবে জান্নাতীর (সুন্দরী) স্ত্রী। যাকে অপর কোণের লোকেরা দেখতে পাবে না। মু'মিন তাতে বিচরণ করবে।" *(বুখারী ঃ সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, মুসলিম ঃ জান্নাত অধ্যায়)*

(২২৮) رَفْرَفٍ মসনদ, বালিশ, গালিচা অথবা এই ধরনের উৎকৃষ্ট বিছানা। عَبْقَرِيٍّ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান জিনিসকে বলা হয়। নবী করীম ﷺ উমার ﷺ-এর ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। (فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِياً يَفْرِيْ فَرْيَهُ) "আমি কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি এমন দেখি নি, যে উমারের মত কাজ করতে পারে।" *(বুখারী ঃ মানাক্বিব)* এখানে উদ্দেশ্য, অত্যন্ত সৌন্দর্যময় গালিচা। অর্থাৎ, জান্নাতীরা এমন আসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে, যার উপর সবুজ রঙের মসনদ, গালিচা এবং কারুকার্য-খচিত উৎকৃষ্টমানের বিছানা বিছানো থাকবে।

(২২৯) এই আয়াতটি এই সূরার মধ্যে একত্রিশ বার এসেছে। মহান আল্লাহ এই সূরায় তাঁর বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেক নিয়ামত বা কয়েকটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর মানব-দানবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। এমন কি হাশরের মাঠের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করার পরও এই জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যার অর্থ এই যে, পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়াও অতি বড় নিয়ামত। যাতে পরকালের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে আগ্রহীরা তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা করে। দ্বিতীয় কথা এটাও জানা গেল যে, জ্বিনরাও মানুষদের মত আল্লাহর একটি সৃষ্টি। বরং মানুষের পর জ্বিনরাই হল দ্বিতীয় এমন সৃষ্টি, যাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দানে ধন্য করা হয়েছে। আর এর বিনিময়ে তাদের নিকট কেবল এতটুকু চাওয়া হয়েছে যে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে। তাঁর সাথে যেন অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন না করে। সৃষ্টিকুলের এই উভয় সম্প্রদায়ই এমন, যাদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান এবং তার ফরয কার্যাদির ভার আরোপ করা হয়েছে। আর এরই জন্য তাদেরকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। তৃতীয়তঃ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ ও মুস্তাহাব। এটা বিষয়-বিরাগ, পরহেযগারী ও আল্লাহভীরুতার বিপরীতও নয় এবং আল্লাহর প্রতি আস্থার পরিপন্থীও নয়। যেমন কোন কোন সূফীবাদীরা এ শ্রেণীর ধারণা পোষণ করে বা করায়। চতুর্থতঃ বারংবার এ প্রশ্ন যে, "তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে বা অস্বীকার করবে?" এটা ধমক ও হুমকি প্রদর্শন স্বরূপ। যার উদ্দেশ্য হল সেই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা, যিনি এ সমস্ত নিয়ামত সৃষ্টি ও সুলভ করেছেন। তাই নবী কারীম ﷺ উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে (নিম্নের) এই দুআটি পড়া পছন্দ করেছেন। (لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ) "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমার কোন নিয়ামতকে মিথ্যা মনে করি না। সুতরাং তোমারই সমস্ত প্রশংসা।" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সাহীহাহ আলবানী)* তবে নামাযের মধ্যে (ইমাম সুযোগ না দিলে অথবা উচ্চস্বরে) দুআটি পাঠ করা বিধেয় নয়।

(২৩০) تَبَارَكَ শব্দটি برکة থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ, চিরত্ব ও স্থায়িত্ব। অর্থাৎ, তাঁর নাম চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। অথবা তাঁর নিকট সর্বদাই বর্কত ও কল্যাণের ভান্ডার বিদ্যমান। কেউ কেউ তার অর্থ করেছেন, আল্লাহর মহিমা, গৌরব ও মর্যাদার উচ্চতা। আর যাঁর নাম এত বর্কতময় তথা এত কল্যাণ ও উচ্চতার অধিকারী, তখন তাঁর সত্তা কতই না কল্যাণময় এবং কতই না বড়ত্ব ও উচ্চতার অধিকারী।

সূরা ওয়াক্বিআহ[২৩১]
(মক্কায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৫৬, আয়াত সংখ্যা ঃ ৯৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।
إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ (١)	(১) যখন সংঘটিতব্য (কিয়ামত) সংঘটিত হবে।[২৩২]
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢)	(২) এর সংঘটন মিথ্যা কিছু নয়।
خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣)	(৩) এটা কাউকেও করবে অবনত, কাউকেও করবে সমুন্নত।[২৩৩]
إِذَا رُجَّتْ الأَرْضُ رَجّاً (٤)	(৪) যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে।
وَبُسَّتْ الْجِبَالُ بَسّاً (٥)	(৫) এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।[২৩৪]
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثّاً (٦)	(৬) ফলে ওটা পর্যবসতি হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।
وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً (٧)	(৭) এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে।[২৩৫]
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٨)	(৮) ডান হাত-ওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা![২৩৬]
وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ (٩)	(৯) আর বাম হাত-ওয়ালারা; কত হতভাগ্য বাম হাত-ওয়ালারা![২৩৭]
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠)	(১০) আর অগ্রবর্তিগণ তো অগ্রবর্তী।[২৩৮]
أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١)	(১১) তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত।
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢)	(১২) তারা থাকবে সুখময় জান্নাতসমূহে।
ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ (١٣)	(১৩) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে

([২৩১]) এই সূরা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, এটা হল سُوْرَةُ الغِنَى (ধনাঢ্যতার সূরা)। যে ব্যক্তি এই সূরাটি প্রতি রাতে পাঠ করবে, সে কখনো দরিদ্র বা অভাবী হবে না। কিন্তু বাস্তব এই যে, এই সূরার ফযীলতে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। প্রতি রাতে পড়ার ও শিশুদেরকে তা শিক্ষা দেওয়ার বর্ণনাগুলোও কেবল দুর্বল নয়, বরং জাল। *(দেখুন, শায়খ আলবানী সংকলিত 'আল আহাদীসুস্ যায়ীফাহ' ১/৩০৫)*

([২৩২]) وَاقِعَة কিয়ামতের নামসমূহের অন্যতম নাম। কেননা, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তাই তার এই নাম।

([২৩৩]) অবনত ও সমুন্নত করা বলতে লাঞ্ছিত ও সম্মানিত করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামত আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে সমুন্নত ও সম্মানিত এবং তাঁর অবাধ্যজনদেরকে অবনত ও লাঞ্ছিত করবে; যদিও দুনিয়াতে ব্যাপার এর বিপরীত হয়। ঈমানদাররা সেখানে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হবেন এবং কাফের ও অবাধ্যজনরা সেখানে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

([২৩৪]) رَجًّا এর অর্থ নড়াচড়া ও অস্থিরতা (কম্পন)। আর بسّ অর্থ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া।

([২৩৫]) أَصْنَافاً হল أَزْوَاجاً (শ্রেণী বা প্রকার) এর অর্থে।

([২৩৬]) এ থেকে বুঝানো হয়েছে এমন সব সাধারণ মু'মিনদেরকে, যাঁদেরকে তাঁদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে এবং যেটা তাঁদের সৌভাগ্য লাভের নিদর্শন হবে।

([২৩৭]) এ থেকে বুঝানো হয়েছে কাফেরদেরকে যাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে ধরানো হবে।

([২৩৮]) এঁরা হলেন বিশিষ্ট ঈমানদারগণ। আর এটা হল ঈমানদারদের তৃতীয় প্রকার, যারা ছিলেন ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী এবং যাবতীয় নেকীর কাজে আগে বেড়ে অংশ গ্রহণকারী। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বিশেষ নৈকট্য দানে ধন্য করবেন। বাক্যটির শব্দবিন্যাস ঠিক এইরূপ, যেরূপ বলা হয়, তুমি তো তুমি, আর যায়দ তো যায়দ। এতে যায়দের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অধিকহারে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়।

وَقَلِيلٌ مِنْ الآخِرِينَ (١٤)

(১৪) এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে[২৩৯]

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (١٥)

(১৫) স্বর্ণখচিত আসনে।

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦)

(১৬) তারা আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।[২৪০]

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧)

(১৭) তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা--[২৪১]

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨)

(১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।

لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ (١٩)

(১৯) সেই সুরা পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা জ্ঞান-হারাও হবে না।[২৪২]

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠)

(২০) এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١)

(২১) আর তাদের পছন্দমত পাখীর মাংস নিয়ে।

وَحُورٌ عِينٌ (٢٢)

(২২) আর (তাদের জন্য থাকবে) আয়তলোচনা হুর;

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣)

(২৩) সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ-[২৪৩]

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)

(২৪) তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً (٢٥)

(২৫) তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য।

---

(২৩৯) ثُلَّةٌ এমন বড় দলকে বলা হয়, যার গণনা সম্ভব নয়। বলা হয় যে, أوَّلِين (পূববর্তীগণ) থেকে উদ্দেশ্য হল, আদম ﷺ থেকে নিয়ে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত উম্মতের লোক। আর آخِرِين (পরবর্তীগণ) থেকে উদ্দেশ্য হল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের ব্যক্তিবর্গ। অর্থ হল এই যে, পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে অগ্রবর্তী একটি বড় দল হবে। কেননা, তাদের যুগ সুদীর্ঘ, যাতে হাজার হাজার নবীদের অগ্রবর্তীগণ শামিল আছেন। এঁদের তুলনায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের যুগ কিয়ামত পর্যন্ত অল্পই। তাই এদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যা তুলনামূলক পূর্ববর্তীদের চাইতে কম হবে। কিন্তু একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, "আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে।" *(মুসলিম ২০০নং)* তবে এটা আয়াতে উল্লিখিত অর্থের পরিপন্থী নয়। কারণ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের অগ্রবর্তীদেরকে এবং সাধারণ মু'মিনদেরকে মিলিয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা অন্যান্য সমস্ত উম্মতের অর্ধেক হয়ে যাবে। অতএব পূর্ববর্তী উম্মতের কেবল অগ্রবর্তীদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাওয়া হাদীসে বর্ণিত সংখ্যার বিপরীত নয়। তবে এই উক্তি (সঠিক কি না তা) যাচাই সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে কেউ কেউ أوَّلِين এবং آخِرِين থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের লোকদেরই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই উম্মতের পূর্ববর্তীদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যা বেশী এবং পরবর্তীদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যা কম হবে। ইমাম ইবনে কাসীর এই দ্বিতীয় উক্তিটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটাকেই সর্বাধিক সঠিক মনে হচ্ছে। এই বাক্যটি فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ এবং عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ এর মধ্যস্থলে একটি 'মু'তারিযাহ' (পূর্বাপরের সাথে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন) বাক্য।

(২৪০) مَوْضُــوْنَةٌ নির্মিত, খচিত। অর্থাৎ, উল্লিখিত জান্নাতীরা সোনার তার দিয়ে তৈরী করা এবং সোনা-মণি-রত্ন খচিত আসনে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসবে। অর্থাৎ, সামনা-সামনি, পরস্পর পিছন ক'রে নয়।

(২৪১) অর্থাৎ, তারা বড় হয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে না। না তাদের গাল বসবে, আর না শারীরিক গঠন ও কাঠামোতে কোন পরিবর্তন ঘটবে। বরং তারা কিশোর হয়ে একই বয়স ও একই অবস্থায় চিরদিন থাকবে।

(২৪২) صُدَاعٌ এমন মাথা ব্যথাকে বলে, যা মদের নেশা ও মাদকতার কারণে হয়ে থাকে। إِنْزَافٌ এমন জ্ঞানশূন্যতা যা নেশাগ্রস্ততার ফলে হয়ে থাকে। পার্থিব মদ পানে এই উভয় ক্ষতিই ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের শারাব বা সুরাপানে আনন্দ ও তৃপ্তি তো অবশ্যই হবে, কিন্তু এসব মন্দ জিনিসের কোন কিছুই ঘটবে না। مَعِيْن প্রবহমান ঝরনা; যা শুকিয়ে যায় না।

(২৪৩) مَكْنُوْنٌ (সুরক্ষিত) যাকে গুপ্ত রাখা হয়েছে। তাতে না কারো হাতের স্পর্শ লাগে, আর না ধূলাবালি লাগে। এ ধরনের জিনিস একেবারে পরিষ্কার-পরিছন্ন এবং তার আসল অবস্থায় থাকে।

إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً (٢٦)

(২৬) সালাম-সালাম (শান্তি) বাণী ব্যতীত।[২৪৪]

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧)

(২৭) আর ডান হাত-ওয়ালারা, কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা![২৪৫]

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨)

(২৮) (তারা থাকবে এক বাগানে) সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ।

وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩)

(২৯) কাঁদি ভরা কলাগাছ।

وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (٣٠)

(৩০) সম্প্রসারিত ছায়া।[২৪৬]

وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (٣١)

(৩১) সদা প্রবহমান পানি।

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢)

(৩২) এবং প্রচুর ফলমূল;

لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (٣٣)

(৩৩) যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধও হবে না।[২৪৭]

وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (٣٤)

(৩৪) আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ।[২৪৮]

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (٣٥)

(৩৫) তাদেরকে (হুরীগণকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে।

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً (٣٦)

(৩৬) তাদেরকে করেছি কুমারী।[২৪৯]

عُرُباً أَتْرَاباً (٣٧)

(৩৭) প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা।[২৫০]

لأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨)

(৩৮) ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য।

---

(২৪৪) অর্থাৎ, পৃথিবীতে তো পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিবাদ হয়। এমনকি (আপন) ভায়ে-ভায়ে ও বোনে-বোনেও বিবাদ লেগে থাকে। এই ঝগড়া-বিবাদের ফলে অন্তরে জন্ম নেয় এমন ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা, যা একে অপরের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, গালি-গালাজ এবং গীবত ও চুগলী ইত্যাদি করার উপর উদ্বুদ্ধ করে। জান্নাত এ সমস্ত চারিত্রিক নোংরামি ও পঙ্কিলতা থেকে কেবল পবিত্রই হবে না, বরং সেখানে শুধু সালাম আর সালামেরই ধ্বনি মুখরিত হবে; ফিরিশ্তাদের পক্ষ থেকেও এবং জান্নাতবাসীদের পরস্পরের পক্ষ থেকেও। যার অর্থ হল, সেখানে সালাম-সম্ভাষণ তো হবে, কিন্তু অন্তর ও জিভের সেই নোংরামি থাকবে না, যা পৃথিবীতে ব্যাপকহারে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি বড় বড় দ্বীনদার ব্যক্তিরাও এ জঘন্য অভ্যাস থেকে সুরক্ষিত নয়।

(২৪৫) এ পর্যন্ত অগ্রবর্তী (مُقَرَّبِيْنَ) নৈকট্যপ্রাপ্তদের আলোচনা ছিল। এবারে أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ (ডান হাত-ওয়ালা) থেকে সাধারণ মু'মিনদের কথা আলোচনা হচ্ছে।

(২৪৬) যেমন এক হাদীসে আছে যে, "জান্নাতের একটি গাছের ছায়া তলে একজন অশ্বারোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও সে ছায়া শেষ হবে না।" *(বুখারী ঃ তাফসীর সূরা ওয়াকিআহ, মুসলিম ঃ জান্নাত অধ্যায়)*

(২৪৭) অর্থাৎ, এই ফলগুলো এমন মৌসমী ফল হবে না যে, মৌসম শেষ হয়ে গেলেই এই ফলগুলো আগামী মৌসম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলগুলো এ ধরনের ফুল-মুকুলের ঋতুর অধীনস্থ হবে না। বরং তা সদা-সর্বদা পাওয়া যাবে।

(২৪৮) কেউ কেউ فُرُشٍ থেকে অর্থ নিয়েছেন স্ত্রীগণ। আর مَرفوعة এর নিয়েছেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না। যেহেতু পরবর্তীতে তাদের কথাই আলোচনা হয়েছে।

(২৪৯) أَنْشَأْنَاهُنَّ এর মধ্যে সর্বনাম যদিও নিকটের কোন বিশেষ্যকে জ্ঞাপন করছে না, তবুও আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এটা প্রমাণ করছে যে, এ থেকে উদ্দেশ্য হল সেই নারী ও হুরগণ, যা জান্নাতবাসীরা লাভ করবে। জান্নাতী হুরগণ সাধারণ জন্ম পদ্ধতির মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী নয়, বরং মহান আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে তাঁর বিশেষ কুদরতে বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর হুর ছাড়া পার্থিব স্ত্রীগণকেও জান্নাতবাসীরা স্ত্রী হিসাবে পাবে। এদের মধ্যে বৃদ্ধা, কালো ও কুশ্রী যে যাই হবে, সবাইকে মহান আল্লাহ জান্নাতে যৌবন ও রূপ-লাবণ্য দানে ধন্য করবেন। না কোন বৃদ্ধা বৃদ্ধা থাকবে, আর না কোন কুশ্রী কুশ্রী থাকবে। বরং সবাই হবে কুমারী এবং অনিন্দ্য সুন্দরী।

(২৫০) عُرُبٌ হল عَرُوْبَةٌ এর বহুবচন। এমন নারী, যে তার রূপ-সৌন্দর্য ও অন্যান্য গুণের কারণে স্বীয় স্বামীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়া। أَتْرَابٌ হল تِرْبٌ এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্কা। অর্থাৎ, যেসব নারীদেরকে জান্নাতবাসীরা স্ত্রীরূপে পাবে, তারা সবাই সমবয়স্কা হবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল জান্নাতী তেত্রিশ বছর বয়সের হবে। *(তিরমিযী)* অথবা অর্থ হল, নিজ নিজ স্বামীর সমবয়স্কা হবে। উভয় অবস্থাতে অর্থ একই।

ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ (٣٩)

(৩৯) তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে।[২৫১]

وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ (٤٠)

(৪০) এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।[২৫২]

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١)

(৪১) আর বাম হাত-ওয়ালারা, কত হতভাগা বাম হাত-ওয়ালারা![২৫৩]

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢)

(৪২) তারা থাকবে অতি গরম বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে।

وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣)

(৪৩) কালোবর্ণ ধোঁয়ার ছায়ায়।[২৫৪]

لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (٤٤)

(৪৪) যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।[২৫৫]

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥)

(৪৫) ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে।[২৫৬]

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (٤٦)

(৪৬) এবং অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٧)

(৪৭) তারা বলত, 'মরে হাড় ও মাটিতে পরিণত হলেও কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হব?

أَوَ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ (٤٨)

(৪৮) এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণও?'[২৫৭]

قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ (٤٩)

(৪৯) বল, অবশ্যই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ।

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٥٠)

(৫০) সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে;

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (٥١)

(৫১) অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যাজ্ঞানকারীরা!

لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٥٢)

(৫২) তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে।

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٥٣)

(৫৩) এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে।[২৫৮]

([২৫১]) অর্থাৎ, আদম ﷺ থেকে নিয়ে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত মানুষদের মধ্য থেকে অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এরই উম্মতের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে।

([২৫২]) নবী করীম ﷺ-এর উম্মতের মধ্য হতে অথবা তাঁর উম্মতের পরবর্তীদের মধ্য থেকে।

([২৫৩]) এ থেকে বুঝানো হয়েছে জাহান্নামীদের। এদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে ধরানো হবে। আর এটা হবে তাদের নির্ধারিত দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।

([২৫৪]) سَمُومٌ আগুনের এমন তাপ বা গরম হাওয়া, যা শরীরের লোমকূপে ঢুকে যায়। حَمِيمٌ ফুটন্ত পানি। يَحْمُومٍ শব্দটি حَمَمَةٌ থেকে উদ্ভুত; অর্থ কালো। আর যদি অত্যধিক কালো জিনিস হয়, তাহলে أحم বলা হয়। يَحْمُومٍ এর অর্থ হল অতি কালো ধোঁয়া। অর্থ হল, জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়ার দিকে দৌড়বে। কিন্তু সেখানে যখন পৌঁছবে, তখন দেখবে যে, সেটা ছায়া নয়, বরং জাহান্নামের আগুনেরই অতি কালো ধোঁয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটা حَمٌّ শব্দটি থেকে গঠিত। আর তা হল সেই চর্বি, যা আগুনে দগ্ধ হয়ে হয়ে কালো হয়ে যায়। অন্যরা বলেছেন, এটা حِمَمٌ থেকে গঠিত; যার অর্থ কয়লা। তাই ইমাম যাহ্হাক বলেন, আগুনের রঙও কালো, জাহান্নামীরাও হবে কালো এবং জাহান্নামে যা কিছু হবে সবই হবে কালো। اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّار.

([২৫৫]) অর্থাৎ, ছায়া শীতল হয়, কিন্তু তারা যেটাকে ছায়া মনে করবে, সেটা তো প্রকৃতপক্ষে ছায়াই হবে না যে, তা শীতল হবে। বরং তা হবে জাহান্নামের ধোঁয়া। وَلَا كَرِيمٍ যাতে কোন সুন্দর দৃশ্য বা কল্যাণ নেই কিংবা যাতে কোন মিষ্টতা নেই।

([২৫৬]) অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে ভোগ-বিলাসে ডুবে ছিল।

([২৫৭]) এ থেকে জানা গেল যে, পরকালকে অস্বীকার করাই হল কুফরী, শির্ক এবং পাপাচারে নিমজ্জিত থাকার প্রধান কারণ। আর এটাই কারণ যে, যখন আখেরাতের খেয়াল তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মনে ম্লান হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে অন্যায়-অশ্লীলতা ব্যাপক হয়ে যায়। যেমন, বর্তমানের বহু মুসলিমদের অবস্থা।

([২৫৮]) অর্থাৎ, দেখতে অতি বীভৎস খেতে অতি বিস্বাদ ও তিক্ত বৃক্ষের খাদ্য যদিও তোমাদের কাছে অতীব অপ্রীতিকর হবে, তবুও প্রচন্ড ক্ষুধার জ্বালায় তাই দিয়েই তোমাদেরকে উদর পূর্ণ করতে হবে।

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤)

(৫৪) তারপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি।

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٥)

(৫৫) পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়।[২৫৯]

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٦)

(৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আতিথ্য।[২৬০]

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ (٥٧)

(৫৭) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না?[২৬১]

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨)

(৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩)

(৫৯) ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?[২৬২]

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠)

(৬০) আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি[২৬৩] এবং আমি অক্ষম নই--[২৬৪]

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ (٦١)

(৬১) তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে, যা তোমরা জান না।[২৬৫]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ (٦٢)

(৬২) তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে। তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন?[২৬৬]

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣)

(৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

(৬৪) তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি?[২৬৭]

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥)

(৬৫) আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই একে টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।[২৬৮]

---

(২৫৯) هِيْمٌ হল أَهْيَمُ এর বহুবচন। সেই পিপাসিত উটদেরকে বলা হয়, যারা বিশেষ এক রোগের কারণে পানির উপর পানি পান করেই যায়, কিন্তু তাদের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ, যাক্কুম খাওয়ার পর পানিও ঐভাবে পান করবে না, যেভাবে সাধারণতঃ পান করা হয়। বরং প্রথমতঃ শাস্তি স্বরূপ তোমরা ফুটন্ত পানিই পাবে। দ্বিতীয়তঃ তোমরা সে পানিকে পিপাসার্ত উটের মত পান করেই যাবে; কিন্তু তোমাদের পিপাসা নিবৃত্ত হবে না।

(২৬০) মহান আল্লাহ এ কথা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ ছলে বলেছেন। অন্যথা আতিথ্য তো তাকেই বলা হয়, যা অতিথির সম্মানে প্রস্তুত ও পেশ করা হয়। এটা ঐ রকমই যেমন কোন কোন স্থানে বলেছেন {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} "তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" *(সূরা আলে ইমরান ২১)*

(২৬১) অর্থাৎ, তোমরা জান যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই। তবুও তোমরা তাঁকে মানছ না কেন? অথবা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর বিশ্বাস করছ না কেন?

(২৬২) অর্থাৎ, স্ত্রীদের সাথে সহবাসের ফলে তোমাদের বীর্যের যে ফোঁটাগুলো তাদের গর্ভে যায়, সেগুলো থেকে মানব আকৃতি আমি বানাই, না তোমরা?

(২৬৩) অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুকাল আমি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছি। তা কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং কেউ শৈশবে, কেউ যৌবনে এবং কেউ বার্ধক্যে মৃত্যুবরণ করে।

(২৬৪) অর্থাৎ, আমি অপারগ ও ব্যর্থ নই, বরং আমি সক্ষম।

(২৬৫) অর্থাৎ, তোমাদের আকৃতির বিকৃতি ঘটিয়ে তোমাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করতে পারি এবং তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত আকার-আকৃতির অন্য জাতি নিয়ে আসতে পারি।

(২৬৬) অর্থাৎ, তোমরা এ কথা কেন বুঝো না যে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন (যা তোমরা জান), তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন।

(২৬৭) অর্থাৎ, জমিতে তোমরা যে বীজ বপন কর, তা থেকে একটি গাছ যমীনের উপর উঠে দাঁড়ায়। নির্জীব এক শস্যদানাকে বিদীর্ণ ক'রে এবং মৃত্তিকার বক্ষ ভেদ ক'রে এইভাবে বৃক্ষ উদ্গত কে করে? এটাও বীর্য-বিন্দু থেকে মানব সৃষ্টি করার ন্যায় আমারই কুদরতের কৃতিত্ব, না তোমাদের কোন দক্ষতা বা জাদু-মন্ত্রের ফল?

(২৬৮) ক্ষেতের ফসলকে সবুজ-শ্যামল বানানোর পর যখন তা পাকার উপক্রম হয়, তখন আমি ইচ্ছা করলে তাকে শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত ক'রে দিতে পারি, যখন তোমরা বিস্ময়ে তা দেখতেই থেকে যাবে। تَفَكُّهٌ শব্দটি 'আয্দাদ' (বিপরীতমুখী অর্থবোধক) শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ, নিয়ামত ও সচ্ছলতাও বটে, আবার দুঃখ ও নিরাশাও বটে। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, হতবুদ্ধি, হতবাক, বিস্মিত, দুঃখিত হওয়া ইত্যাদি। ظَلْتُمْ এর অর্থ صِرْتُمْ এবং تَفَكَّهُوْنَ আসলে ছিল تَتَفَكَّهُوْنَ ।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٦٦)

(৬৬) (বলবে,) 'নিশ্চয় আমরা সর্বনাশগ্রস্ত!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧)

(৬৭) বরং আমরা হৃতসর্বস্ব।'[২৬৯]

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨)

(৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছ কি?

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩)

(৬৯) তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ (٧٠)

(৭০) আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত ক'রে দিতে পারি। তবুও তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন?[২৭০]

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١)

(৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালিয়ে থাক, তা লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি?

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢)

(৭২) তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?[২৭১]

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ (٧٣)

(৭৩) আমি একে করেছি উপদেশের বিষয়[২৭২] এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।[২৭৩]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)

(৭৪) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)

(৭৫) আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের।[২৭৪]

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)

(৭৬) অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।[২৭৫]

([২৬৯]) অর্থাৎ, আমরাই প্রথমে জমিতে হাল চালিয়ে তাকে ঠিক-ঠাক ক'রে তাতে বীজ ফেললাম। অতঃপর সেচন করতে থাকলাম। কিন্তু যখন ফসল পাকার সময় হল, তখন তা শুকিয়ে গেল এবং আমরা তা থেকে কিছুই পেলাম না। অর্থাৎ, এ সমস্ত খরচাদি এবং মেহনত-পরিশ্রম এক ধরনের জরিমানার মত অনর্থক চলে গেল, যা আমাদেরকে বহন করতে হল। জরিমানার অর্থ এটাই হয় যে, মানুষ তার অর্থ বা পরিশ্রমের প্রতিদান পায় না। বরং তা অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়। অথবা জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে নেওয়া হয় এবং তার বিনিময়ে তাকে কিছু দেওয়া হয় না।

([২৭০]) অর্থাৎ, এই অনুগ্রহের জন্য আমার আনুগত্য ক'রে আমার কর্মগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না কেন?

([২৭১]) বলা হয় যে, আরবে দুটি গাছ আছে, 'মার্খ' ও 'আফার'। এই দু'টি গাছের ডাল নিয়ে যদি পরস্পরের সাথে ঘষা হয়, তবে তা থেকে আগুনের ফুলকি বের হয়।

([২৭২]) এইভাবে যে, এর প্রভাব ও উপকারিতা বিস্ময়কর ব্যাপার। পৃথিবীর অসংখ্য জিনিস প্রস্তুত করণে এর প্রয়োজনীয়তার কথা অনস্বীকার্য। এটা আমার অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন। তাছাড়া যেভাবে আমি পৃথিবীতে আগুন সৃষ্টি করেছি, অনুরূপ পরকালেও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমি রাখি। আর সেই আগুনের তাপ পৃথিবীর আগুনের তুলনায় ৬৯ গুণ বেশী হবে। যেমন এ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

([২৭৩]) مُقْوِيْنَ হল مُقْوِيْ এর বহুবচন। অর্থ ঃ قَوَآءٌ অর্থাৎ নির্জন মরুভূমিতে প্রবেশকারী। উদ্দেশ্য মুসাফির। অর্থাৎ, মুসাফির মরুভূমি এবং বন-জঙ্গলে এই গাছগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। এ থেকে আলো ও তাপ গ্রহণ করে এবং ইন্ধন হিসাবেও কাজে লাগায়। কেউ কেউ مُقْوِين বলতে বুঝিয়েছেন এমন সব দরিদ্র মানুষকে, যাদের পেট ক্ষুধার কারণে খালি থাকে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, مُسْتَمْتِعِيْنَ (উপকারিতা অর্জনকারী)। এতে ধনী, গরীব, গৃহবাসী ও মুসাফির সবাই এসে যায়। আর সবাই আগুন থেকে উপকৃত হয়। এই জন্যই হাদীসে যে তিনটি জিনিসকে সার্বজনীন রাখার ও তা থেকে কাউকে বাধা না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে পানি ও ঘাস সহ আগুনও বটে। *(আবূ দাউদ ঃ ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, ইবনে মাজাহ)* ইমাম ইবনে কাসীর এই মতটিকেই বেশী পছন্দ করেছেন।

([২৭৪]) فَلاَ أُقْسِمُ তে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত। এটা তাকীদ স্বরূপ এসেছে। অথবা এটা অতিরিক্ত নয়, বরং পূর্বের কোন জিনিসের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য এসেছে। অর্থাৎ, এই কুরআন জ্যোতিষ বা কাব্যগ্রন্থ নয়। বরং আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ ক'রে বলছি যে, এই কুরআন সম্মানিত---। مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ থেকে উদ্দেশ্য তারকারাজির উদয়াচল ও অস্তাচল এবং তাদের গন্তব্যস্থল ও কক্ষপথ। কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন, "শপথ করছি আয়াতসমূহের অবতরণের পয়গম্বরদের অন্তরে।" (মুঅযিহুল কুরআন) অর্থাৎ, نجوم এর অর্থ কুরআনের আয়াতসমূহ এবং مواقع এর অর্থ, নবীদের অন্তর। আবার কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, কুরআন মাজীদের ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হওয়া। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল, কিয়ামতের দিন তারকারাজির ঝরে পড়া। *(ইবনে কাসীর)*

([২৭৫]) (এ বিশাল বিশ্বের কত দূর দূরান্তে যে তারকারাজি ছড়িয়ে আছে, তা কি মানুষের জানা সম্ভব? সত্যিই এ শপথ, মহাশপথ!)

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧)

(৭৭) নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন।[২৭৬]

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨)

(৭৮) যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।[২৭৭]

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

(৭৯) পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।[২৭৮]

تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)

(৮০) এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١)

(৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছজ্ঞান করবে?[২৭৯]

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)

(৮২) এবং তোমরা মিথ্যাজ্ঞানকেই তোমাদের উপজীব্য ক'রে নেবে?

فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ (٨٣)

(৮৩) পরন্তু কেন নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়।

وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (٨٤)

(৮৪) এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক।[২৮০]

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (٨٥)

(৮৫) আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটতর,[২৮১] কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।[২৮২]

فَلَوْلا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦)

(৮৬) তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও,

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)

(৮৭) তাহলে তোমরা তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[২৮৩]

(২৭৬) এটা কসমের জবাব।

(২৭৭) অর্থাৎ, 'লওহে মাহফূয'এ।

(২৭৮) لاَ يَمَسُّهُ তে هُ সর্বনামের বিশেষ্য হল, 'লওহে মাহফূয'। আর 'পবিত্রগণ' বলতে ফিরিশ্তাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ هُ এর বিশেষ্য বানিয়েছেন কুরআন কারীমকে। অর্থাৎ, এই কুরআনকে ফিরিশ্তারাই স্পর্শ করেন। অর্থাৎ, আসমানে ফিরিশ্তাগণ ছাড়া অন্য কেউ এই কুরআন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আসলে এখানে মুশরিকদের কথার খন্ডন করা হয়েছে। যারা বলত যে, কুরআন শয়তানরা নিয়ে অবতরণ করে। আল্লাহ বলেন, এটা কি করে সম্ভব? এই কুরআন তো শয়তানের প্রভাব থেকে একেবারে সুরক্ষিত। (অন্য মতে আয়াতের অর্থ হল, পবিত্র মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কোন অপবিত্র ব্যক্তি যেন কুরআন স্পর্শ না করে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।)

(২৭৯) حَدِيث থেকে কুরআন কারীম উদ্দেশ্য। مُدَاهَنَةٌ বলা হয় এমন নম্রতা ও শৈথিল্য ভাবকে, যা বিরোধীর বিপক্ষে অবলম্বন করা হয়। (এখানে সম্বোধন মুশরিক ও মুনাফিক্বদেরকে করা হয়েছে, বলা হয়েছে তোমরা কি এই কুরআনকে মানতে তোষামোদ, চাটুবৃত্তি ও মোসাহেবির পথ অবলম্বন করবে অথবা তা মিথ্যা ও তুচ্ছজ্ঞান করবে?) অথবা মু'মিনদেরকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কি এই কুরআনকে মানতে কাফের ও মুনাফিক্বদের বিপক্ষে নম্রতা ও শৈথিল্য ভাব প্রকাশ করবে? অথচ প্রয়োজন হল তাদের বিরুদ্ধে চরম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার। অর্থাৎ, এই কুরআনকে অবলম্বন করার ব্যাপারে সমস্ত কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নরম ভাব ও বিমুখতার পথ অবলম্বন করছ। অথচ এই কুরআন যা উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী, তা এই দাবী রাখে যে, তাকে সানন্দে (গর্বের সাথে) অবলম্বন করা হোক।

(২৮০) অর্থাৎ, আত্মাকে বের হতে দেখ, কিন্তু তা রোধ করার অথবা কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখ না।

(২৮১) অর্থাৎ, আমি স্বীয় জ্ঞান, ক্ষমতা ও দর্শন করার দিক দিয়ে তোমাদের চাইতেও বেশী মৃতের নিকটবর্তী। অথবা نحن (আমরা) বলতে আল্লাহর কর্মীবৃন্দ তথা মৃত্যুর ফিরিশ্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা মানুষের জান কবজ করেন।

(২৮২) অর্থাৎ, অজ্ঞতার কারণে তোমাদের এই বোধটুকুও নেই যে, আল্লাহ তোমাদের গ্রীবাস্থিত ধমনী (ঘাড়ের শিরা) অপেক্ষাও বেশী নিকটে। অথবা জান কবযকারী ফিরিশ্তাকে তোমরা দেখতে পাও না ।

(২৮৩) دَانَ يَدِيْنُ এর অর্থ অধীনস্থ হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ হল, প্রতিদান বা শাস্তি দেওয়া। অর্থাৎ, তোমরা যদি তোমাদের এই কথায় সত্যবাদী হও যে, তোমাদের এমন কোন প্রভু ও মালিক নেই, তোমরা যাঁর আজ্ঞাবহ দাস ও কর্তৃত্বাধীন, অথবা প্রতিদান ও শাস্তির কোন দিন আসবে না, তাহলে কবয করা ঐ আত্মাকে ফিরিয়ে আন তো দেখি। আর যদি তোমরা এমন করতে না পার, তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ হল, তোমাদের ধারণা মিথ্যা। অবশ্যই তোমাদের একজন প্রভু আছেন এবং এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন সেই প্রভু প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨)

(৮৮) সুতরাং যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,[২৮৪]

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (٨٩)

(৮৯) তাহলে (তার জন্য রয়েছে) আরাম উত্তম রুযী ও সুখময় বেহেশ্ত;

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠)

(৯০) আর যদি সে ডান হাত-ওয়ালাদের একজন হয়,[২৮৫]

فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)

(৯১) তাহলে (তাকে বলা হবে,) তোমার প্রতি শান্তি;[২৮৬] কারণ তুমি ডান হাত-ওয়ালাদের একজন।

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢)

(৯২) কিন্তু সে যদি মিথ্যাজ্ঞানকারী ও বিভ্রান্তদের একজন হয়,[২৮৭]

فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣)

(৯৩) তাহলে (তার জন্য রয়েছে) ফুটন্ত পানি দ্বারা আপ্যায়ন।

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤)

(৯৪) এবং জাহান্নাম প্রবেশ।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥)

(৯৫) নিশ্চয় এটাই তো ধ্রুব সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦)

(৯৬) অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[২৮৮]

সূরা হাদীদ

(মদীনায় অবতীর্ণ)

সূরা নং ঃ ৫৭, আয়াত সংখ্যা ঃ ২৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

سَبَّحَ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(١)

(১) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।[২৮৯] তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢)

(২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই;[২৯০] তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

---

(২৮৪) সূরার শুরুতে নিজ নিজ কর্ম হিসাবে মানুষের যে তিনটি শ্রেণী উল্লেখ করা হয়েছে, তারই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে তার প্রথম শ্রেণীর কথা বলা হচ্ছে, যাদেরকে 'নৈকট্যপ্রাপ্ত' ছাড়া অগ্রবর্তীও বলা হয়। কেননা তারা নেকী ও পুণ্যের প্রত্যেক কাজে সর্বদা আগে আগে থাকে এবং ঈমান গ্রহণ করার ব্যাপারেও তারা সবার অগ্রণী হয়। আর এই সদ্‌গুণের জন্যই তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত গণ্য হবে।

(২৮৫) এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ মু'মিন। এরাও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। তবে মর্যাদায় অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম হবে। মৃত্যুর সময় ফিরিশ্তারা এদেরকেও নিরাপত্তার সুসংবাদ দিয়ে থাকেন।

(২৮৬) অথবা (হে মুহাম্মাদ!) ডান হাত-ওয়ালাদের তরফ থেকে তোমার জন্য সালাম।

(২৮৭) এরা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ; যাদেরকে সূরার শুরুতে أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ বলা হয়েছিল। অর্থাৎ, বাম হাত-ওয়ালা, হতভাগ্য বা কুলক্ষণ লোক। এরা নিজেদের কুফরী ও মুনাফিক্বীর শাস্তি অথবা তার কুলক্ষণের ফল জাহান্নামের আযাব আকারে ভোগ করবে।

(২৮৮) হাদীসে এসেছে যে, দু'টি বাক্য আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়, মুখে বলতে খুবই সহজ এবং দাঁড়ি-পাল্লায় হবে খুবই ভারী। আর তা হল, ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)) *(বুখারী ঃ সর্বশেষ হাদীস, মুসলিম)*

(২৮৯) এই তসবীহ পাঠ 'যবানে হাল' (অবস্থার ভাষা) দ্বারা নয়, বরং 'যবানে ক্বাল' মুখের ভাষা দ্বারা। আর এই জন্যই বলা হয়েছে, {وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ} "তোমরা তাদের তসবীহ পাঠ অনুধাবন করতে পার না।" *(বানী ইস্রাঈল ৪৪ আয়াত)* দাউদ ﷺ সম্পর্কে এসেছে যে, তাঁর সাথে পাহাড়ও তসবীহ পাঠ করত। *(সূরা আম্বিয়া ৭৯ আয়াত)* যদি এই তসবীহ পাঠ অবস্থাগত বা ভাবগত হত, তাহলে দাউদ ﷺ-এর সাথে এটাকে নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

(২৯০) তাই তিনি যেভাবে চান এগুলোর মধ্যে কর্তৃত্ব চালান। তিনি ব্যতীত এগুলোতে অন্য কারো নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলে না। অথবা অর্থ হল, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও রুযীর সমস্ত ভান্ডার তাঁরই মালিকানাধীন।

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(٣)

(৩) তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত[২৯১] এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤)

(৪) তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[২৯২] তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে[২৯৩] ও যা কিছু তা হতে বের হয়[২৯৪] এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে[২৯৫] ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়।[২৯৬] তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন,[২৯৭] তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন।

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ(٥)

(৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ

(৬) তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাত্রিতে।[২৯৮] আর তিনি অন্তর্যামী।

---

(২৯১) তিনিই আদি বা প্রথম; তাঁর পূর্বে কিছু ছিল না। তিনিই অন্ত বা সর্বশেষ; তাঁরপর কিছু থাকবে না। তিনি ব্যক্ত বা প্রকাশমান। অর্থাৎ, তিনি সবার উপর জয়ী, তাঁর উপর কেউ জয়ী নয়। তিনি গুপ্ত বা অপ্রকাশমান। অর্থাৎ, যাবতীয় গোপন খবর একমাত্র তিনিই জানেন। অথবা তিনি মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞানের অন্তরালে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)* নবী করীম ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এই দুআটি পাঠ করতে তাকীদ করেছিলেন ঃ- ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ)). অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতারণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাজেয়), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ ক'রে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও। *(মুসলিম ঃ যিক্‌র ও দুআ অধ্যায়)* ঋণ পরিশোধের জন্য পঠনীয় এই দুআর মধ্যে 'আওয়াল', 'আখির' এবং 'যাহির' ও 'বাতিন'এর ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়া হয়েছে।

(২৯২) এই অর্থেরই কিছু আয়াত সূরা আ'রাফ ৫৪, সূরা ইউনুস ৩ এবং সূরা আলিফ লা-ম মীম সাজদাহ ৪ প্রভৃতি স্থানে রয়েছে। সেগুলোর টীকা দ্রষ্টব্য।

(২৯৩) অর্থাৎ, যমীনে বৃষ্টির যে ফোঁটাগুলো এবং শস্য ও ফল-মূলের যে বীজগুলো প্রবেশ করে, তার পরিমাণ-মাত্রা এবং ধরণ-গঠন তিনিই জানেন।

(২৯৪) যে গাছ-পালা, চাহে তা ফলের হোক বা শস্যাদির হোক কিংবা সৌন্দর্য ও সাজের গাছ বা সুগন্ধ ফুলের গাছ হোক, এগুলো যত পারিমাণে ও যেভাবে বের হয়ে আসে, সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞানে থাকে। যেমন, অন্যত্র বলেছেন, {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের) একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিম্বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। *(সূরা আনআম ঃ ৫৯)*

(২৯৫) বজ্র, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বরফ, বর্কত, ভাগ্য এবং সেই সব বিধানাবলী, যা ফিরিশ্তাগণ নিয়ে অবতরণ করেন।

(২৯৬) অর্থাৎ, ফিরিশ্তাগণ মানুষের যে আমল নিয়ে ওপরে ওঠেন। যেমন হাদীসে আছে যে, "রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে আল্লাহর নিকট উঠে যায়।" *(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)*

(২৯৭) অর্থাৎ, তোমরা স্থলে থাক বা জলে, রাত হোক অথবা দিন, গৃহে থাক অথবা মরুভূমিতে, প্রত্যেক স্থানে সদা-সর্বদা তিনি তাঁর জ্ঞান ও দর্শন দ্বারা তোমাদের সঙ্গে থাকেন। অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিটি কাজকে তিনি দেখেন। তোমাদের প্রতিটি কথা তিনি জানেন ও শোনেন। এই বিষয়টা সূরা হূদের ৫নং এবং সূরা রা'দের ১০নং আয়াত সহ অন্যান্য আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে।

(২৯৮) অর্থাৎ, সমস্ত জিনিসের মালিক তিনিই। তিনি যেভাবে চান তাতে কর্তৃত্ব করেন। তাঁর নির্দেশে কখনো রাত বড় ও দিন ছোট হয়। আবার কখনো এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হয়। কখনো রাত ও দিন সমান সমান হয়। অনুরূপ কখনো শীত, কখনো গ্রীষ্ম, কখনো বসন্ত ও কখনো হেমন্তকাল, নানা অবস্থার রূপান্তর ও ঋতুর পরিবর্তনও তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছায় ঘটে।

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٦)

(৭) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী[২৯৯] করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

(৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর না? অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে আহবান করছে এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন; তোমরা যদি বিশ্বাসী হও।[৩০০]

وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨)

(৯) তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٩)

(১০) তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? অথচ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে (তারা এবং পরবর্তীরা) সমান নয়।[৩০১] তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে।[৩০২] তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৩০৩] আর

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ

---

(২৯৯) অর্থাৎ, এই ধন এর পূর্বে অন্য কারো নিকটে ছিল। এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ধন তোমার নিকটেও থাকবে না। অপর কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে। তোমরা যদি এ মালগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় না কর, তবে পরে যারা এগুলোর মালিক হবে, তারা আল্লাহর পথে সেগুলো ব্যয় ক'রে তোমাদের চাইতেও বেশী সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। আর তারা যদি এগুলোকে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে ব্যয় করে, তবে তোমরাও অসৎকার্যে সাহায্য করার অপরাধে ধরা খেতে পার। *(ইবনে কাসীর)* হাদীসে এসেছে যে, "মানুষ বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল প্রথমতঃ সেটা, যেটা তুমি খেয়ে শেষ করেছ। দ্বিতীয়তঃ সেটা, যেটা তুমি পরিধান ক'রে নষ্ট করেছ এবং তৃতীয়তঃ সেটা, যেটা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় ক'রে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। এ ছাড়া যা কিছু থাকবে, তা সবই অন্যদের ভাগে আসবে।" (মুসলিম ঃ যুহুদ অধ্যায়, মুসনাদ আহমাদ ৪/২৪)

(৩০০) ইবনে কাসীর (রঃ) أَخَذَ ক্রিয়ার 'ফা-য়েল' (কর্তৃপদ বা তিনি বলতে) রসূলকে বুঝিয়েছেন এবং অর্থ নিয়েছেন, সেই বায়আত বা অঙ্গীকার, যা রসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম ﷺদের নিকট থেকে নিতেন। আর তা হল, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনতে ও মানতে হবে। ইমাম ইবনে জারীরের নিকট এর 'ফা-য়েল' হল আল্লাহ। অর্থ হল, সেই অঙ্গীকার, যা মহান আল্লাহ সকল মানুষের কাছ থেকে তখন নিয়েছিলেন, যখন তাদেরকে আদম ﷺ-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছিলেন। যেটাকে عهد أَلَسْتُ বলা হয়; যার আলোচনা সূরা আ'রাফের ১৭২নং আয়াতে রয়েছে।

(৩০১) فَتْحٌ (বিজয়) থেকে অধিকাংশ মুফাস্সির বুঝিয়েছেন মক্কা বিজয়। কারো কারো মতে হুদাইবিয়ার সন্ধিই যেহেতু সুস্পষ্ট বিজয়, তাই এ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিয়েছেন। যাই হোক হুদাইবিয়ার সন্ধি বা মক্কা বিজয়ের পূর্বকালে মুসলিমরা সংখ্যা ও ক্ষমতার দিক থেকেও কম ছিলেন এবং মুসলিমদের আর্থিক অবস্থাও অনেক দুর্বল ছিল। এই প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করা উভয় কাজই ছিল অতীব কঠিন এবং বড়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। মুসলিমদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে যায়। তাই আল্লাহ এই আয়াতে উভয় কালের মুসলিমদের সম্পর্কে বললেন যে, এরা পুণ্যে সমান হতে পারে না।

(৩০২) কেননা, পূর্বের লোকদের ব্যয় ও যুদ্ধ দু'টোই অতীব কঠিন অবস্থায় হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, মর্যাদাসম্পন্ন ও কৃতী লোকদেরকে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই জন্যই আহলে সুন্নাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদায় আবু বাকার ﷺ সবার উর্ধ্বে। কেননা, প্রথম মু'মিন তিনিই, প্রথম আল্লাহর পথে ব্যয়কারীও তিনিই এবং প্রথম মুজাহিদও তিনিই। আর এই জন্য রসূল ﷺ স্বীয় জীবদ্দশায় ও উপস্থিতিতে সিদ্দীকে আকবার ﷺকে নামাযের জন্য আগে বাড়ান এবং এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম ﷺ তাঁকে প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্যরূপে প্রাধান্য দেন। رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

(৩০৩) এতে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম ﷺদের মধ্যে মান-মর্যাদায় পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মান-মর্যাদায় পার্থক্যের অর্থ এই নয় যে, পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম ﷺ ঈমান ও চারিত্রিক দিক থেকে একেবারে নিম্নস্তরের ছিলেন। যেমন, অনেকে মুআবিয়া ﷺ ও তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ﷺ এবং আরো অনেক মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের ব্যাপারে আজে-বাজে কথা বলে অথবা তাঁদেরকে (মক্কাবিজয়ের দিন ঘোষিত) 'মুক্ত' মানুষ বলে তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন ও তুচ্ছজ্ঞান ক'রে থাকে। নবী করীম ﷺ সমস্ত সাহাবা ﷺ সম্পর্কে বলেছেন যে, ((لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ)) "তোমরা আমার সাহাবাদের

أَنْفِقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠)

তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

(১১) কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি তা বহুগুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[৩০৪]

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢)

(১২) সেদিন তুমি বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো প্রবাহিত হবে।[৩০৫] (বলা হবে,) 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের; যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।'[৩০৬]

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣)

(১৩) সেদিন মুনাফিক্ব (কপট) পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারী বিশ্বাসীদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো কিছু গ্রহণ করতে পারি।'[৩০৭] বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও[৩০৮] ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি[৩০৯] স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে করুণা[৩১০] এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।[৩১১]

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى

(১৪) মুনাফিক্বরা বিশ্বাসীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি (দুনিয়ায়) তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?'[৩১২] তারা বলবে, 'অবশ্যই, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ,[৩১৩] তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে,[৩১৪] সন্দেহ পোষণ করেছিলে[৩১৫] এবং আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) আসা[৩১৬] পর্যন্ত অলীক আশা তোমাদেরকে

গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সোনা ব্যয় করে, তবুও তা আমার সাহাবাদের ব্যয়কৃত এক 'মুদ্দ' (প্রায় ৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধ 'মুদ্দ' এর সমানও হবে না।" *(বুখারী, মুসলিম ঃ সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়)*

(৩০৪) আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়ার অর্থ তাঁর পথে দান-খয়রাত করা। এই মাল যা মানুষ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তা আল্লাহরই দেওয়া। তা সত্ত্বেও সেটাকে ঋণ বলে আখ্যায়িত করা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। তিনি এর প্রতিদান অবশ্যই দেবেন, যেমন ঋণ পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক হয়।

(৩০৫) এটা হাশরের ময়দানে পুলসিরাতে হবে। এই জ্যোতি তাদের ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদান হবে। এরই আলোতে তারা (জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলে) জান্নাতের পথ অতি সহজে অতিক্রম ক'রে নেবে। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর প্রভৃতি ইমামগণ وَبِأَيْمَانِهِمْ এর অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের ডান হাতে থাকবে তাদের আমলনামা।

(৩০৬) এ কথা বলবেন সেই ফিরিশ্তাগণ, যাঁরা তাদের অভ্যর্থনার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

(৩০৭) মুনাফিকরা কিছু দূর পর্যন্ত ঈমানদারদের সাথে তাদের আলোতে চলবে। অতঃপর মহান আল্লাহ মুনাফিক্বদের জন্য তাদের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে দেবেন। তখন তারা মু'মিনদেরকে এ কথা বলবে।

(৩০৮) এর অর্থ হল, দুনিয়াতে গিয়ে এই ধরনের ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি নিয়ে এসো, যেমন আমরা নিয়ে এসেছি। অথবা বিদ্রূপের ছলে ঈমানদাররা বলবে যে, পিছনে যেখান থেকে আমরা এই জ্যোতি নিয়ে এসেছি, সেখানে গিয়ে তোমরাও তার খোঁজ কর।

(৩০৯) অর্থাৎ, মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝামাঝি।

(৩১০) অর্থাৎ, জান্নাত; যেখানে ঈমানদারগণ প্রবেশ করবেন।

(৩১১) অর্থাৎ, জাহান্নাম থাকবে।

(৩১২) অর্থাৎ, প্রাচীর খাড়া হয়ে যাওয়ার পর মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে বলবে, 'দুনিয়ায় কি আমরা তোমাদের সাথে নামায পড়তাম না এবং জিহাদ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতাম না?'

(৩১৩) তোমরা তোমাদের অন্তরে কুফরী ও মুনাফিক্বী গুপ্ত রেখেছিলে।

(৩১৪) যে, মুসলিমরা কোন আপদ-বিপদের সম্মুখীন হোক।

(৩১৫) দ্বীনের ব্যাপারসমূহে। তাই তোমরা না ক্বুরআনকে মেনেছ, আর না দলীলাদি ও মু'জিযাকে।

(৩১৬) অর্থাৎ, তোমাদের মৃত্যু আসা পর্যন্ত। অথবা শেষ পর্যন্ত মুসলিমরাই জয়ী থাকল এবং তোমাদের আশার বাসা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল।

جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (١٤)

মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল;[৩১৭] আর আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।[৩১৮]

فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٥)

(১৫) আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী।[৩১৯] আর কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٦)

(১৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে?[৩২০] এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না?[৩২১] বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল।[৩২২] আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।[৩২৩]

اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٧)

(১৭) তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহই পৃথিবীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি; যাতে তোমরা বুঝতে পার।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨)

(১৮) দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারিগণ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী[৩২৪] এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[৩২৫]

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

(১৯) যারা আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক[৩২৬] (সত্যনিষ্ঠ) ও শহীদ।

---

(৩১৭) যাতে শয়তান তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল।

(৩১৮) অর্থাৎ, আল্লাহর সহিষ্ণুতা ও তাঁর অবকাশদানের নীতির ফলে শয়তান তোমাদেরকে প্রতারণায় ফেলে রেখেছিল।

(৩১৯) এক অর্থে مَولى মতোয়াল্লীকে বলা হয়, যে অপরের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এখন জাহান্নামের এই দায়িত্ব যে, তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি আস্বাদন করাবে। কেউ বলেছেন, সর্বদা সাথে থাকে তাকেও 'মাওলা' বলা হয়। অর্থাৎ, এখন জাহান্নামের আগুনই তাদের চিরসাথী ও চিরসঙ্গী হবে। কেউ বলেছেন, মহান আল্লাহ জাহান্নামকেও জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করবেন। তাই সে কাফেরদের উপর রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, সে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হবে এবং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে থাকবে।

(৩২০) এই সম্বোধন মু'মিনদেরকে করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদেরকে আল্লাহর স্মরণের দিকে আরো বেশী মনোযোগী করা এবং পবিত্র কুরআন থেকে নির্দেশনা গ্রহণের প্রেরণা দেওয়া। خشوع এর অর্থ নরম অন্তরে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়া। حَقّ (সত্য) বলতে কুরআন কারীম।

(৩২১) যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা। অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ে যেয়ো না।

(৩২২) সুতরাং তারা আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন ঘটাল। এর বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্য ও তুচ্ছ সম্পদ সঞ্চয় করাকে তারা নিজেদের পেশায় পরিণত করেছিল। তার (কিতাবের) বিধি-বিধানকে তারা পশ্চাতে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বড়দের অন্ধ অনুকরণ আরম্ভ করেছিল এবং তাদেরকেই নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা এ রকম কাজ করো না। নচেৎ তোমাদের অন্তরও শক্ত হয়ে যাবে এবং তার ফলে ঐ কাজগুলো যা তাদের জন্য আল্লাহর অভিশাপের কারণ হয়েছিল, তোমাদেরকেও ভাল লাগবে।

(৩২৩) অর্থাৎ, তাদের অন্তর খারাপ ও তাদের কাজ-কর্ম বাতিল। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ} (المائدة: ١٣)

(৩২৪) অর্থাৎ, একের পরিবর্তে কমপক্ষে দশগুণ এবং তার চাইতেও বেশী সাতশতগুণ বরং তার থেকেও অধিক মাত্রায়। এই বর্ধন নিয়তের ঐকান্তিকতা, প্রয়োজন এবং স্থান-কালের ভিত্তিতে হতে পারে। যেমন, পূর্বে আলোচনা হল যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়কারীদের পুণ্য ও সওয়াব তার পরে ব্যয়কারীদের তুলনায় বেশী হবে।

(৩২৫) অর্থাৎ, জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ; যা কখনো শেষ ও ধ্বংস হবার নয়। আয়াতে مُصَّدِّقِيْنَ শব্দটি আসলে مُتَصَدِّقِيْنَ ছিল। 'তা' হরফটিকে স্বাদ এর মধ্যে সন্ধি ঘটানো হয়েছে।

(৩২৬) কোন কোন মুফাস্সির এখানে 'ওয়াক্ফ' (স্টপ) করেছেন বা থেমেছেন এবং পরের শব্দ وَالشُّهَدَاءُ কে পৃথক বাক্য গণ্য করেছেন। صِدِّيق (সিদ্দীক) পূর্ণ ঈমান এবং পূর্ণ ও নির্মল সত্যবাদিতার অধিকারীকে বলে। (যিনি সত্য বলেন এবং সত্যকে সত্য বলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন।) হাদীসে এসেছে যে, "মানুষ সর্বদা সত্য বলে এবং সত্যের অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টায় থাকে, এমনকি

তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি। আর যারা অবিশ্বাস করেছে ও আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٩)

(২০) তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে[৩২৭] চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয়[৩২৮] এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি[৩২৯] এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।[৩৩০] আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।[৩৩১]

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (٢٠)

(২১) তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা[৩৩২] ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত,[৩৩৩] যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন।[৩৩৪] আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[৩৩৫]

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١)

(২২) পৃথিবীতে[৩৩৬] অথবা ব্যক্তিগতভাবে[৩৩৭] তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমার তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي

আল্লাহর নিকটেও তাকে (সিদ্দীক) সত্যবাদী বলে লিখে দেওয়া হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)* অপর একটি হাদীসে সত্য স্বীকারকারীদের এমন মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁরা জান্নাতে লাভ করবেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা তাদের উপরের বালাখানার লোকদেরকে ঐভাবে দেখবে, যেভাবে তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্তে উদ্দীপ্ত নক্ষত্ররাজিকে দেখ।" অর্থাৎ, তাঁদের পারস্পরিক মর্যাদায় এরূপ পার্থক্য হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি নবীদের মর্যাদা হবে; যা অন্যরা লাভ করতে পারবে না? তিনি ﷺ বললেন, "না, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেটা তাদের স্থান যারা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে যথাযথভাবে সত্য জেনেছে।" *(সহীহ বুখারী ঃ সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়)*

(৩২৭) كُفَّارٌ (কাফের) এখানে কৃষক বা চাষীদেরকে বলা হয়েছে। কারণ, তার আভিধানিক অর্থ হল, গোপনকারী। কাফেররা অন্তরে আল্লাহ ও পরকালের অস্বীকৃতি গোপন রাখে, তাই তাদেরকে কাফের বলা হয়। আর কৃষকদের ক্ষেত্রে এই শব্দ এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তারা জমিতে বীজ বপন করে। অর্থাৎ, তা মাটির তলায় গোপন ক'রে থাকে। (ওরা অস্বীকার দ্বারা সত্য ঢাকে, আর এরা মাটি দ্বারা বীজ ঢাকে।)

(৩২৮) এখানে পার্থিব জীবনকে সত্বর ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফসলের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে ফসল শ্যামল ও সবুজবর্ণ হয়ে উঠলে, দেখতে বড়ই চমৎকার লাগে, কৃষকরা তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু তা শীঘ্রই শুকিয়ে পীতবর্ণ হয়ে খড়কুটায় পরিণত হয়, ঠিক এইভাবে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস মানুষের অন্তরকে খুশীতে ভরে দেয়। কিন্তু নশ্বর এ জীবন কিছু দিনের জন্য; এর স্থায়িত্ব নেই।

(৩২৯) অর্থাৎ, কাফের ও অবাধ্যজনদের জন্য; যারা দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুকেই মগ্ন থাকে এবং এটাকেই তারা জীবনের আসল লক্ষ্য মনে করে।

(৩৩০) অর্থাৎ, ঈমানদার ও অনুগত বান্দাদের জন্য। যারা দুনিয়াকেই সবকিছু ভাবে না, বরং তাকে অস্থায়ী, ধ্বংসশীল এবং পরীক্ষাগার ভেবে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী জীবন-যাপন করে।

(৩৩১) তার জন্য, যে এর প্রতারণায় পড়ে থাকে এবং পরকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। পক্ষান্তরে যে দুনিয়ার এই জীবনকে আখেরাত অর্জনের জন্য ব্যবহার করে, তার জন্য এই দুনিয়াই এর থেকেও উত্তম জীবন লাভের মাধ্যম হয়।

(৩৩২) অর্থাৎ, সৎকর্ম ও নিষ্ঠাপূর্ণ তওবার দিকে অগ্রণী হও। কেননা, এ জিনিসগুলোই প্রতিপালকের ক্ষমা লাভের মাধ্যম ও উপকরণ।

(৩৩৩) আর যার প্রশস্ততা বা প্রস্থ এত, তার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ কত হবে? কেননা, দৈর্ঘ্য প্রস্থের তুলনায় সাধারণতঃ বেশীই হয়।

(৩৩৪) আর এ কথা পরিষ্কার যে, তিনি তারই জন্য ইচ্ছা করেন, যে কুফরী ও পাপাচার থেকে তওবা ক'রে ঈমান ও সৎকর্মের জীবন গড়ে তুলে। সুতরাং তিনি এই ধরনের লোকদেরকে ঈমান গ্রহণ ও সৎকর্ম করার তওফীক দানে ধন্য করেন।

(৩৩৫) তিনি যাকে চান, তাকে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। যাকে তিনি কিছু দিতে চান, তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যা তিনি রোধ ক'রে নেন, তা কেউ দিতে পারে না। যাবতীয় কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনিই এমন অনুকম্পাশীল এবং প্রকৃত মহাদাতা যে, তাঁর মাঝে কৃপণতা কল্পনাই করা যায় না।

(৩৩৬) যেমন দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ঝড়-তুফান এবং অন্যান্য আকাশ ও পৃথিবীর বিপদাপদ।

(৩৩৭) যেমন, রোগ-ব্যাধি, কষ্ট-ক্লেশ এবং অভাব-অনটন ইত্যাদি।

كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (٢٢)

থাকে,[৩৩৮] নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ।

لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣)

(২৩) এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও।[৩৩৯] গর্বিত ও অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٤)

(২৪) যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয়[৩৪০] (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

(২৫) নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড (ন্যায়-নীতি);[৩৪১] যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি;[৩৪২] যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি[৩৪৩] ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ,[৩৪৪] আর যাতে আল্লাহ জানতে পারেন যে, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে।[৩৪৫] নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[৩৪৬]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٦)

(২৬) অবশ্যই আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুঅত ও কিতাব, কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং বহু সংখ্যক ছিল সত্যত্যাগী।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

(২৭) অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে

([৩৩৮]) অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞানানুসারে সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই যাবতীয় বিষয়াদি লিখে দিয়েছেন। যেমন, হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সৃষ্টি ভাগ্য লিখে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ঃ তাক্বদীর অধ্যায়)*

([৩৩৯]) এখানে যে দুঃখ ও আনন্দ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তা হল এমন দুঃখ ও আনন্দ, যা মানুষকে অবৈধ কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাছাড়া কোন কষ্টে দুঃখিত এবং কোন সুখে আনন্দিত হওয়া তো মানুষের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। তবে মু'মিন বিপদে এই মনে ক'রে ধৈর্য ধারণ করে যে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাগ্যের লিখন (যা পরীক্ষা অথবা পাপফল)। আর্তনাদ ও হা-হুতাশ ক'রে এতে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। অনুরূপ মু'মিন সুখের দিন পেলে তাতে গর্ব ও অহংকার প্রদর্শন করে না। বরং এর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর এ কথা মনে করে না যে, এ সুখ তার প্রাপ্য, এ শুধু তার পরিশ্রমেরই ফল। বরং বিশ্বাস রাখে যে, এ হল মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর দয়া ও কৃপা।

([৩৪০]) অর্থাৎ, আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে। কেননা, প্রকৃত কার্পণ্য তো এটাই।

([৩৪১]) ميزان (তুলাদন্ড) বলতে ন্যায়নীতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমি লোকদেরকে সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছি। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লা অবতীর্ণ করার অর্থ হল, আমি দাঁড়িপাল্লার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেছি যে, এর দ্বারা ওজন ক'রে মানুষকে পুরো পুরো প্রাপ্য দিয়ে দাও।

([৩৪২]) এখানে অবতীর্ণ করার অর্থ সৃষ্টি করা ও তার শিল্পকাজ শিখানো। লোহা থেকে অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়। এসব আল্লাহর প্রেরণা দান ও তাঁর দিগ্‌দর্শনের ফল; যা তিনি মানুষের প্রতি করেছেন।

([৩৪৩]) অর্থাৎ, লোহা থেকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরী হয়। যেমন, তরবারি, বর্শা, বন্দুক এবং আধুনিক এ্যাটম বোম, তোপ-কামান, যুদ্ধ-বিমান, ডুবোজাহাজ, রকেট ও ট্যাঙ্ক ইত্যাদি অনেক জিনিস। যার দ্বারা শত্রুর উপর আক্রমণও করা যায় এবং নিজেদের প্রতিরক্ষাও করা যায়।

([৩৪৪]) অর্থাৎ, যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া লোহা থেকে আরো এমন অনেক জিনিষ তৈরী হয়, যা বাড়িতেও বিভিন্ন সাংসারিক কাজে আসে। যেমন, ছুরি, চাকু, কাঁচি, হাতুড়ি, সূচ, অনুরূপ চাষী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রীর কাজের আসবাব-পত্র সহ ছোট-বড় অসংখ্য মেশিন ও জিনিস-পত্র। (এই লোহা থেকে গাড়ি তৈরী হয় এবং তারই উপর তা চলে।)

([৩৪৫]) এর সংযোগ হল لِيَقُومَ এর সাথে। অর্থাৎ, রসূলদেরকে এই জন্য প্রেরণ করেছেন যে, যাতে তিনি জেনে নেন কে তাঁর রসূলদের উপর আল্লাহকে না দেখেই ঈমান নিয়ে আসে এবং তাঁদের সাহায্য করে।

([৩৪৬]) তাঁর এর প্রয়োজন নেই যে, মানুষ তাঁর দ্বীনের এবং তাঁর রসূলগণের সাহায্য করুক। বরং তিনি চাইলে কারো সাহায্য ছাড়াই তাঁদেরকে জয়ী করতে পারেন। কিন্তু মানুষদেরকে তিনি তাঁদের সাহায্য করার নির্দেশ কেবল তাদেরই মঙ্গলার্থে দিয়েছেন। এইভাবে যাতে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট ক'রে তাঁর ক্ষমা ও করুণার অধিকারী হয়ে যায়।

وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢٧)

দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া;[৩৪৭] কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল,[৩৪৮] আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া[৩৪৯] আমি তাদেরকে এ (সন্ন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি;[৩৫০] অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।[৩৫১] সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলাম।[৩৫২] আর তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨)

(২৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান করবেন[৩৫৩] এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)

(২৯) এটা এ জন্য যে,[৩৫৪] আহলে কিতাবগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই এবং অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান ক'রে থাকেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

---

(৩৪৭) رَأْفَةً এর অর্থ নম্রতা, করুণা এবং رَحْمَةً এর অর্থ দয়া-দাক্ষিণ্য। অনুসারীদের বলতে ঈসা ﷺ-এর 'হাওয়ারী' (শিষ্যগণ)। অর্থাৎ, তাদের অন্তরে পরস্পরের জন্য প্রেম-প্রীতির প্রেরণা সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলাম। যেমন, সাহাবাবায়ে কিরাম ﷺ একে অপরের প্রতি দয়াশীল ও হিতার্থী ছিলেন। رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ইয়াহুদীরা আপোসে এ রকম একে অপরের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ও দরদী নয়, যে রকম ঈসা ﷺ-এর অনুসারীরা ছিলেন।

(৩৪৮) رَهْبَانِيَّةٌ হল رَهْبٌ (ভয়) ধাতু থেকে। অথবা رُهْبَانٌ (সন্ন্যাসী)এর সাথে সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রে 'রা' হরফটির উপর পেশ হবে। কিংবা এটাকে رهبنة এর সাথে সম্বন্ধ ধরে নেওয়া যায়। তবে এই ক্ষেত্রে 'রা' এর উপর যবর হবে। رَهبانيـــة এর অর্থ হল, (বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ) সংসার ত্যাগ করা (ফকীরী নেওয়া)। অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে কোন জঙ্গলে বা মরুভূমিতে গিয়ে নির্জনে আল্লাহর উপাসনা-আরাধনা করা। এর পটভূমিকা হল, ঈসা ﷺ এর পর এমন রাজাদের আগমন ঘটে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে বহু পরিবর্তন সাধন করে। যে কাজকে একটি দল মেনে নিতে পারেনি। উক্ত দল রাজাদের ভয়ে পাহাড়ের চূড়া ও গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখান থেকেই তার সূচনা হয়। যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল পরিস্থিতির চাপে পড়ে। কিন্তু তাদের পরে আগত অনেক মানুষ তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণে দেশ ত্যাগ করাকে ইবাদতের একটি তরীকা বানিয়ে নেয় এবং নিজেকে গির্জা ও উপাসনালয়ে আবদ্ধ ক'রে নেয়। আর এর জন্য দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে অত্যাবশ্যক গণ্য করে। এটাকেই আল্লাহ ع ابتدا (মনগড়া) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩৪৯) অর্থাৎ, আমি তো তাদের উপর কেবল আমার সন্তুষ্টি লাভের পথ খোঁজ করা অপরিহার্য করেছিলাম। এর দ্বিতীয় অনুবাদ হল, তারা এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ পরিষ্কার ক'রে বলে দিলেন যে, দ্বীনে নিজের পক্ষ হতে বিদআত রচনা ক'রে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। তাতে তা (এই বিদআত) দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁর আনুগত্যেই অর্জন হতে পারে।

(৩৫০) এটা পূর্বের কথারই তাকীদ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে, এই বৈরাগ্য তাদের নিজেরই আবিষ্কার করা, আমি এর নির্দেশ দিইনি।

(৩৫১) অর্থাৎ, যদিও তারা উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই বলেছিল, কিন্তু তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। যথাযথ তা পালন করলে বিদআত আবিষ্কার করার পরিবর্তে অনুসরণের পথ অবলম্বন করত। (এর দ্বিতীয় অনুবাদ ঃ কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।)

(৩৫২) এরা হল সেই লোক, যারা ঈসা ﷺ-এর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৩৫৩) এই দ্বিগুণ প্রতিদান সেই ঈমানদাররা লাভ করবেন, যাঁরা নবী ﷺ-এর পূর্বে কোন রসূলের উপর ঈমান রাখতেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর উপরেও ঈমান আনয়ন করেন। যেমন, এ কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ঃ ইল্‌ম অধ্যায়, মুসলিম ঃ ঈমান অধ্যায়)* অন্য এক ব্যাখ্যানুযায়ী জানা যায় যে, যখন কিতাবধারীরা এ কথার উপর অহংকার প্রদর্শন করল যে, তারা দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে, তখন মহান আল্লাহ মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। *(বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, তাফসীর ইবনে কাসীর)*

(৩৫৪) لِئَلاَّ এতে 'লা' অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং অর্থ হল, (لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَن يَّنَالُوْا شَيْئاً مِّنْ فَضْلِ اللهِ) *(ফাতহুল ক্বাদীর)*